ডিসেম্বর ২০২০ সংখ্যা

বি.আই.পি. নিউজলেটার

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)

- নির্বাহী সম্পাদকঃ পরিকল্পনাবিদ মোঃ রেজাউর রহমান
  - সম্পাদনা পরিষদঃ
    - পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মদ খান
    - পরিকল্পনাবিদ মোঃ রেজাউর রহমান

- কাভার ডিজাইনঃ
- সংবাদ সংগ্রহ ও গবেষণাঃ
  - পরিকল্পনাবিদ হোসনে আরা আলো
  - পরিকল্পনাবিদ আতাহার আলী লিপু
  - তন্ময় সরকার

- সম্পাদকীয়
- বি.আই.পি. সংবাদ
  - মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা "স্বাধীনতার অর্ধশতকে পরিকল্পিত উন্নয়নে আমাদের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি"
  - স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত 'আধুনিক ও জনকল্যাণমূলক মহানগরী বিনির্মানে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন' শীর্ষক সভায় বি.আই.পি. প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ
  - আলোচনা সভা "চট্টগ্রামে জলাবদ্ধতা থেকে মুক্তি কবে?"
  - "Sister City: Background, Concept, National & International Practices" শীর্ষক ওয়েবিনার
  - পরিকল্পনা সংলাপ নগরীতে অগ্নি ঝুঁকি ও নিরাপত্তা
  - "Resettlement/Social Safegaurd Planning & Implementation" শীর্ষক পেশাজীবী প্রশিক্ষণ কর্মশাল
  - বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এবং বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট এর উদ্যোগে "জনবান্ধব জনবসতি গড়ার স্থাপত্য এবং পরিসর পরিকল্পনা" শীর্ষক যৌথ অনলাইন সেমিনার সিরিজ সভা অনুষ্ঠিত
  - বিশ্ব বসতি দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে বি.আই.পি. আয়েজিত আলোচনা অনুষ্ঠান সবার জন্য আবাসনঃ ভবিষ্যতের উন্নত নগর
  - ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (২০১৬-২০৩৫) এর সর্বশেষ খসড়া প্রতিবেদনের উপর আলোচনা সভা
  - ঢাকা শহরের জনঘনত্ব, বাসযোগ্যতা ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বি.আই.পি.-র প্রতিবেদন প্রকাশ
  - বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস-২০২০ "জনস্বাস্থ্যের জন্য নগর পরিকল্পনা"
  - "Disaster Risk Governance: Role of City Planners to Ensure Peoples' Perspectives for Urban Resilience" শীর্ষক সংলাপ
  - আলোচনা সভা "ঢাকার বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা নিয়ে বিষয়ভিত্তিক পর্যালোচনা"
  - খসড়া বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (২০১৬-২০৩৫) প্রতিবেদন সম্পর্কিত সংবাদ সম্মেলন
  - Webinar on Integrating food into urban planning in Bangladesh: Increasing the food security of our cities
  - শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে বিআইপির গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি
  - বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে বি.আই.পি. প্রতিনিধিদের সাক্ষাত
  - ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে বি.আই.পি. প্রতিনিধিদের সাক্ষাত
  - স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে বি.আই.পি. প্রতিনিধিদের সাক্ষাত
  - মহান বিজয় দিবস মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি বি.আই.পি-র শ্রদ্ধাঞ্জলি
  - বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস ২০২০ এর পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান
  - বি.আই.পি. এবং ব্র্যাক এর উদ্যোগে "জলবায়ু ও দূর্যোগ সহনশীল, অন্তর্ভূক্তিমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং নগর সুশাসন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা
  - ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে বি.আই.পি. প্রতিনিধিদের সাক্ষাত

- আন্তর্জাতিক সংবাদ

- বিআইপি গবেষণা
  - বিআইপি জার্নাল ১২ ও ১৩ সংখ্যার প্রকাশনা
  - কোভিড ম্যাগাজিন

- সদস্য সংবাদ
  - পরিকল্পনাবিদ খালিদ হোসেন এর ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন
  - পরিকল্পনাবিদ ওয়ালিউজ্জামান এর ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন
  - পরিকল্পনাবিদ এস এম লাবিব এর ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন
  - নতুন সদস্য তালিকা
- শোক সংবাদ
  - পরিকল্পনাবিদ ড. শামীম মাহবুবুল হক
  - পরিকল্পনাবিদ জনাব এ হাসনাত এন. এ. চৌধুরী
- একজন সফল পরিকল্পনাবিদ ড. শামীম মাহবুবুল হক
- বিশেষ প্রতিবেদন
  - বাংলাদেশে মহাপরিকল্পনা
  - নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

মিডিয়া কাভারেজঃ গণমাধ্যমে বি.আই.পি সংশ্লিষ্ট প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য সংবাদ সমূহ

সম্পাদকীয়

প্রিয় পরিকল্পনাবিদ,

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর পক্ষ থেকে সালাম ও শুভেচ্ছা রইল। বি.আই.পি.-র ১৪ তম কার্যনির্বাহী পরিষদের পক্ষ থেকে বি.আই.পি. নিউজলেটার ডিসেম্বর ২০২০ সংখ্যা আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।

বি.আই.পি. নিউজলেটার একটি নিয়মিত প্রকাশনা। এরই ধারাবাহিকতায় বি.আই.পি. নিউজের সাথে কিছু প্রতিবেদন ও তথ্য সমৃদ্ধ লেখা প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে এবারের সংখ্যায়। এই নিউজলেটারে জুলাই ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও ঘটনাপ্রবাহকে তুলে ধরা হয়েছে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী পালনের জন্য বাংলাদেশ সরকার ২০২০-২১ সালকে মুজিব বর্ষ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনানীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা জানাচ্ছে। একই সাথে ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবিদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আজ পর্যন্ত বি.আই.পি. অনেক সক্ষমতা অর্জন করেছে এবং বাংলাদেশে পরিকল্পনা পেশাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে নবীন এবং প্রবীণ পরিকল্পনাবিদদের মেধা, অক্লান্ত পরিশ্রম অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। বর্তমানে প্রতিবছর বাংলাদেশের সাতটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নবীন পরিকল্পনাবিদ কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছেন, যারা সরকারি-বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অত্যান্ত সুনামের সাথে কাজ করছেন। ভবিষ্যতে পরিকল্পনাবিদদের কর্মদক্ষতাকে আরও ভালোভাবে কাজে লাগানোর জন্য সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে বলে বি.আই.পি. বিশ্বাস করে।

সেই সাথে নিউজলেটারের অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবার জন্য আন্তরিক অনুরোধ রইলো।

ধন্যবাদান্তে,

বি.আই.পি.-র ১৪তম কার্যনির্বাহী পরিষদের পক্ষে

পরিকল্পনাবিদ মোঃ রেজাউর রহমান

বোর্ড সদস্য (রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন)

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)

মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা "স্বাধীনতার অর্ধশতকে পরিকল্পিত উন্নয়নে আমাদের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি"

১১ জুলাই ২০২০

মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে বিগত ১১ জুলাই ২০২০ (শনিবার) সন্ধ্যায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.) "স্বাধীনতার অর্ধশতকে পরিকল্পিত উন্নয়নে আমাদের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি" শীর্ষক অনলাইন আলোচনা সভার আয়োজন করে।

বি.আই.পি.-র প্রেসিডেন্ট পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ এর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম। এছাড়াও আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য (সিনিয়র সচিব) ড. শামসুল আলম এবং আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকৌশলী আবুল মঞ্জুর মোহাম্মদ সাদেক ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মদ খান। আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই সারা দেশের পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সমগ্র বাংলাদেশের জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন করবার উপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন। নগর এলাকার পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ন নিশ্চিত করবার ব্যাপারে গ্রামীণ এলাকায় সকল ধরনের অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরী করা এবং নাগরিক সুবিধাদির বিস্তারের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। স্বাধীনতার অর্ধশতক পরে এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে জাতির জনকের নির্দেশনাসমূহ এখনও বাংলাদেশের জন্য সমভাবে প্রাসঙ্গিক হওয়ায় দেশের পরিকল্পিত, টেকসই ও সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সমগ্র দেশের জন্য জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আশু প্রয়োজন।

আলোচনা সভায় বক্তারা দেশের সকল নগর ও গ্রামীণ এলাকার সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে জাতির জনকের স্বপ্নের উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত 'আধুনিক ও জনকল্যাণমূলক মহানগরী বিনির্মানে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন' শীর্ষক সভায় বি.আই.পি. প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ

১৩ আগস্ট ২০২০

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত ১৩ আগস্ট ২০২০ তারিখে রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে 'আধুনিক ও জনকল্যাণমূলক মহানগরী বিনির্মানে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন' শীর্ষক সভায় আমন্ত্রণের ভিত্তিতে বি.আই.পি.'র একটি প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন, বি.আই.পি.'র সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মদ খান এবং যুগ্ম সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ মোহাম্মদ রাসেল কবীর।

সভায় বি.আই.পি.'র সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা তুলে ধরে, এগুলো সমাধানে টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে পরিকল্পনাবিদদের সম্পৃক্ত করার গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন।

আলোচনা সভায় স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম আগামীর উন্নয়নে সব সংস্থার সাথে সমন্বয় করে কাজ করার জন্য ঢাকার দুই সিটি মেয়রকে আহ্বান জানান এবং একইসাথে, নগরীর টেকসই উন্নয়নে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করার ঘোষণা দেন।

আলোচনা সভা "চট্টগ্রামে জলাবদ্ধতা থেকে মুক্তি কবে?"

১৩ আগস্ট ২০২০

বিগত ১৩ আগস্ট ২০২০ (বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.) এর উদ্যোগে "চট্টগ্রামে জলাবদ্ধতা থেকে মুক্তি কবে?" শীর্ষক অনলাইন আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

বি.আই.পি.-র প্রেসিডেন্ট পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ এর সভাপতিত্বে এবং সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক প্রকৌশলী আহমেদ মাইনুদ্দীন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক। এছাড়াও সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. মোঃ রিয়াজ আকতার মল্লিক, দৈনিক সুপ্রভাত বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম এর চিফ রিপোর্টার জনাব ভূঁইয়া নজরুল, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি' চট্টগ্রাম এর উপ-উপাচার্য (ভারপ্রাপ্ত) পরিকল্পনাবিদ মোঃ আলী আশরাফ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স' চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের সহ-সভাপতি পরিকল্পনাবিদ মোঃ শাহীনুল ইসলাম খান, অধ্যাপক এ কে এম আবুল কালাম এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মদ খান।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, শহরের জলাবদ্ধতার পেছনে খাল-নালা-জলাশয় ও নিম্নভূমি দখল এবং ভরাট, অপরিকল্পিতভাবে স্থাপনা নির্মাণ, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অভাব ও সমন্বয়হীনতা, ভবন ও স্থাপনা নির্মানের পর পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে পরিকল্পিত উপায়ে যথাযথ জলধারণ এলাকা বা জলাশয় নির্মাণ না করা সহ বহুবিধ কারণ রয়েছে। একইসাথে জলাশয় ও নদীর যথাযথ প্রবাহ ও নাব্যতা নিশ্চিত করা, সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ড্রেনেজ প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য প্রয়োজনীয় জনবল তৈরি করা সহ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রকৌশলগত সমাধানের সাথে পরিকল্পনাগত বিশ্লেষণের যথাযথ সংশ্লেষণ করার মাধ্যমে চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা সমস্যা দূর করা সম্ভব।

Sister City: Background, Concept, National & International Practices শীর্ষক ওয়েবিনার

১০ সেপ্টেম্বর ২০২০

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)-র উদ্যোগে বিগত ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০ (বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যায় Sister City: Background, Concept, National & International Practices শীর্ষক একটি ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়।

বি.আই.পি.-র যুগ্ম সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ মোহাম্মদ রাসেল কবির এর সঞ্চালনায় এবং বি.আই.পি.-র সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মদ খান এর সভাপতিত্বে ওয়েবিনারে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নগর পরিকল্পনাবিদ মোঃ মঈনুল ইসলাম।

পরিকল্পনা সংলাপ নগরীতে অগ্নি ঝুঁকি ও নিরাপত্তা

১৯ সেপ্টেম্বর ২০২০

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)-র উদ্যোগে বিগত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ সকাল ১১.০০টায় "নগরে অগ্নি ঝুঁকি ও নিরাপত্তা" শীর্ষক পরিকল্পনা সংলাপ অনলাইন মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

বি.আই.পি.-র সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মদ খান এর সঞ্চালনায় পরিকল্পনা সংলাপের সভাপতিত্ব করেন বি.আই.পি.-র সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ। সংলাপে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশন-র প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ

মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন-র পরিকল্পনাবিদ মোঃ মঈনুল ইসলাম, বি.আই.পি.-র সহ-সভাপতি পরিকল্পনাবিদ মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, ঢাকার বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ) প্রণয়ন প্রকল্পের পরামর্শক পরিকল্পনাবিদ হিশাম উদ্দীন চিশতি, ব্র্যাক (আরবান ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম) এ কর্মরত নগর পরিকল্পনাবিদ ওয়াসিম আকতার, অস্ট্রেলিয়ায় কর্মরত নগর পরিকল্পনাবিদ শেখ মোহাম্মদ এজাজ প্রমুখ।

পরিকল্পনা সংলাপে বি.আই.পি.-র পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মদ খান "নগরে অগ্নি ঝুঁকি ও নিরাপত্তা" শীর্ষক একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। বি.আই.পি.-র উপস্থাপিত প্রতিবেদনে সাম্প্রতিক সময়ে কিছু অগ্নিকান্ডের উদাহারণ টেনে এর সাথে পরিকল্পনাগত, প্রকৌশলগত এবং ব্যবস্থাপনাগত বিভিন্ন সমস্যার যোগসূত্র তুলে ধরা হয়।। এছাড়াও এ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও বিধিমালার সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যার আশু প্রতিকারের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এসব দূর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে সঠিক নগর ব্যবস্থাপনার দিকে নজর দিতে হবে। ইমারত নকশার অনুমোদনের পাশাপাশি পরিকল্পনাগত অনুমোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও দেশের শহর ও গ্রামীণ এলাকায় ভূমি ব্যবহার অনুমোদনের বিধান রাখতে হবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে বলে সংলাপ অনুষ্ঠানে মত দেয়া হয়।

পরিকল্পনা সংলাপে বক্তারা বলেন, নগর এলাকার সঠিক পরিকল্পনা, ঝুঁকিমুক্ত নিরাপদ ভবন নির্মাণ, কার্যকরী উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা ও সুষ্ঠু নজরদারি থাকলে নগর এলাকায় এ ধরনের অগ্নিকান্ডের ঘটনা অনেকাংশেই এড়ানো সম্ভব।

Resettlement/Social Safeguard Planning & Implementation শীর্ষক পেশাজীবী প্রশিক্ষণ কর্মশালা

২৫ সেপ্টেম্বর-২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০

বি.আই.পি. পরিচালিত পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বিগত ২৫ এবং ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে Resettlement/Social Safeguard Planning & Implementation শীর্ষক একটি প্রশিক্ষন কর্মশালা অনলাইন প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। বি.আই.পি.-র বোর্ড সদস্য পরিকল্পনাবিদ তামজিদুল ইসলাম এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি পরিচালনা করেন এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)-র সামাজিক নিরাপত্তা/পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ পরিকল্পনাবিদ মোঃ সাইফুল্লা দস্তগীর এবং প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন নগর পরিকল্পনাবিদগণ।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এবং বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট এর উদ্যোগে "জনবান্ধব জনবসতি গড়ার স্থাপত্য এবং পরিসর পরিকল্পনা" শীর্ষক যৌথ অনলাইন সেমিনার সিরিজ সভা অনুষ্ঠিত

২৫ সেপ্টেম্বর - ১২ অক্টোবর ২০২০

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এবং বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট এর উদ্যোগে বিগত ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১২ অক্টোবর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত যৌথ অনলাইন সেমিনার সিরিজ অনুষ্ঠিত হয়।

যৌথ অনলাইন সেমিনার সিরিজের জনবান্ধব জনবসতি গড়ার স্থাপত্য এবং পরিসর পরিকল্পনা শীর্ষক প্রথম সভা বিগত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ (শুক্রবার), সন্ধ্যা ০৭.৩০ টায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)-র সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ এবং বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট এর সভাপতি স্থপতি জালাল আহমেদ। সভায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পরিকল্পনাবিদ সাইফুল মোমেন। সভায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেন্টার ফর আরবান স্টাডিজ এর চেয়ারম্যান এবং দেশের প্রতিথযশা নগর গবেষক অধ্যাপক নজরুল ইসলাম।

যৌথ অনলাইন সেমিনার সিরিজের গ্রাম, নগর এবং অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি শীর্ষক দ্বিতীয় সভা বিগত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ (সোমবার), সন্ধ্যা ০৭.৩০ টায় অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)-র সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ এর সভাপতিত্বে এবং সঞ্চালনায় সভায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কৃষক ও গবেষক দেলোয়ার জাহন, পরিকল্পনাবিদ-স্থপতি খোন্দকার এম আনসার হোসেন এবং পরিকল্পনাবিদ এ কে এম রিয়াজ উদ্দিন। এছাড়াও সভায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক এর চেয়ারপার্সন ড. হোসেন জিল্লুর রহমান।

যৌথ অনলাইন সেমিনার সিরিজের আবাসন সংকট, আবাসন নীতিমালা ও জনসম্পৃক্ত আবাসন শীর্ষক তৃতীয় সভা বিগত ০২ অক্টোবর ২০২০ (শুক্রবার), সন্ধ্যা ০৭.৩০ টায় অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট এর সেমিনার ও সম্মেলন বিষয়ক সম্পাদক স্থপতি তৌফিকুর রহমান খান এর সঞ্চালনায় সভায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন স্থপতি হাসিবুল কবির, পরিকল্পনাবিদ শাহনেওয়াজ হক এবং স্থপতি তানযিল সফিক। এছাড়াও সভায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুবাস্তু প্রপার্টিজ লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্থপতি নাজমুল হক খান।

যৌথ অনলাইন সেমিনার সিরিজের বাংলাদেশের ২০৫০ সালের জনবসতি, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শীর্ষক চতুর্থ সভা বিগত ০৭ অক্টোবর ২০২০ (বুধবার), সন্ধ্যা ০৭.৩০ টায় অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট এর সেমিনার ও সম্মেলন বিষয়ক সম্পাদক স্থপতি তৌফিকুর রহমান খান এর সঞ্চালনায় সভায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক সেলিম রায়হান, পরিকল্পনাবিদ-স্থপতি আমিমুল এহসান এবং বি.আই.পি.-ও সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মদ খান। সভায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থপতি ইকবাল হাবিব।

যৌথ অনলাইন সেমিনার সিরিজের পরিবেশ, টেকসই উন্নয়ন ও অভিঘাত সহিষ্ণু নগরায়ন শীর্ষক পঞ্চম সভা বিগত ০৯ অক্টোবর ২০২০ (শুক্রবার), সন্ধ্যা ০৭.৩০ টায় অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)-র সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ এর সভাপতিত্বে এবং সঞ্চালনায় সভায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পরিকল্পনাবিদ তৈয়বুর রহমান সুমন, স্থপতি লাবিব হোসেন এবং পরিকল্পনাবিদ-স্থপতি ইশরাত ইসলাম। এছাড়াও সভায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থপতি ইশতিয়াক জহির তিতাস এবং পরিকল্পনাবিদ-স্থপতি খন্দকার নিয়াজ রহমান।

যৌথ অনলাইন সেমিনার সিরিজের নগরায়ন, পরিকল্পনা এবং সমাজ শীর্ষক পঞ্চম এবং শেষ সভা বিগত ১২ অক্টোবর ২০২০ (সোমবার), সন্ধ্যা ০৭.৩০ টায় অনুষ্ঠিত হয়। পরিকল্পনাবিদ-স্থপতি আমিমুল এহসান এর সঞ্চালনায় সভায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)-র সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ, স্থপতি আদনান জিল্লুর মোরশেদ এবং স্থপতি তৌফিকুর রহমান খান। এছাড়াও সভায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান এবং বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট এর প্রাক্তন সভাপতি স্থপতি মোবাশ্বের হোসন।

যৌথ অনলাইন সেমিনার সিরিজের শেষ সভায় সমাপণী বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)-র সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ এবং বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট এর সভাপতি স্থপতি জালাল আহমেদ।অনলাইন সেমিনার সিরিজের প্রতিটি সভা বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.) এর অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজ থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

বিশ্ব বসতি দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে বি.আই.পি. আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠান সবার জন্য আবাসনঃ ভবিষ্যতের উন্নত নগর

১৩ অক্টোবর ২০২০

বিগত ১৩ অক্টোবর ২০২০, সোমবার বিশ্ব বসতি দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর উদ্যোগে **"সবার জন্য আবাসনঃ ভবিষ্যতের উন্নত নগর"** শীর্ষক অনলাইন আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মদ খান এর সঞ্চালনায় আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ এর সম্মানিত চেয়ারম্যান মোঃ দেলওয়ার হায়দার। এছাড়াও অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর সহ-সভাপতি পরিকল্পনাবিদ ড. চৌধুরী মোঃ যাবের সাদেক এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বুয়েট-জাপান ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার প্রিভেনশন এন্ড আরবান সেফটি-র শিক্ষক পরিকল্পনাবিদ তাসনিম তারাননুম ইসাবা।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, আবাসন একটি মৌলিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান খাত। সকলের জন্য আবাসন নিশ্চিতকরণে আর্থসামাজিক বাস্তবতায় আবাসনকে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সাধ্যের মধ্যে নিয়ে আসা, নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য আবাসন নিশ্চিত করা, সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে আবাসন বৈষম্য দূরীকরণ, দুর্যোগপ্রবণ এলাকাতে বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিশেষ বরাদ্দ ব্যবস্থা, আবাসনে সরকারি অর্থের বরাদ্দ বৃদ্ধি করা, স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনাকে শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত করা, ভূমির মূল্য কমানোর মাধ্যমে সকলের জন্য উন্মুক্ত করা, উন্নয়নের বিকেন্দ্রীকরণ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষে পরিকল্পনা বিভাগ সৃষ্টি ও পেশাজীবীদের নিয়োগ, আবাসন বিষয়ে গবেষণার মাধ্যমে নীতি, পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।

বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (২০১৬-২০৩৫) এর সর্বশেষ খসড়া প্রতিবেদনের উপর আলোচনা সভা

১৭ অক্টোবর ২০২০

১৭ অক্টোবর ২০২০ রোজ শনিবার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স কর্তৃক আয়োজিত বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (২০১৬-৩৫) এর সর্বশেষ খসড়া প্রতিবেদনের উপর আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বি.আই.পি-র প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ এর সঞ্চালনায় উক্ত আলোচনা সভায় পরিকল্পনাবিদরা উপস্থিত ছিলেন এবং পরিকল্পনাবিদরা খসড়া ড্যাপের প্রতিবেদনের উপর বিভিন্ন মতামত প্রদান করেন।

ঢাকা শহরের জনঘনত্ব, বাসযোগ্যতা ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বি.আই.পি.-র প্রতিবেদন প্রকাশ

২০ অক্টোবর ২০২

বিগত ২০ অক্টোবর ২০২০, মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় **"ঢাকা শহরের জনঘনত্ব, বাসযোগ্যতা ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বি.আই.পি.-র প্রতিবেদন প্রকাশ"** শীর্ষক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)-র সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মদ খান এর সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ এবং সাবেক সহ-সভাপতি পরিকল্পনাবিদ মোহাম্মদ ফজলে রেজা সুমন।

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)-র সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মদ খান জনঘনত্ব, বাসযোগ্যতা ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে বি.আই.পি.-র পক্ষ থেকে বলা হয়, জনঘনত্ব ও শহরের উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো এলাকা ভিত্তিক জনঘনত্বের ম্যাপ তৈরি করা, এলাকা ভিত্তিক সামাজিক ও নাগরিক সুবিধা ও অবকাঠামোর তালিকা প্রস্তুত করা এবং সেই অনুযায়ী "ডেভেলপমেন্ট পারমিট/ উন্নয়ন অনুমোদন" দেয়া। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থ নয় বরং সামগ্রিক শহরের টেকসই উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। প্রতি কাঠা প্লট বা এক একর এলাকায় কয়টি পরিবার (ডুয়েলিং ইউনিট) অনুমোদন করা যাবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে উন্নয়নকারী সংস্থা রাজউককে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়, বিভিন্ন শহর বা এলাকার পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় পরিকল্পনার মানদন্ড এবং বাসযোগ্যতা বিবেচনা করেই পরিকল্পনা করা হয় কিন্তু তার বাস্তবায়ন করার সময় সঠিক প্রয়োগের অভাবে সেই পরিকল্পনার মান ঠিক থাকে না। বসবাসযোগ্যতার লক্ষ্যে এলাকা ভিত্তিক ধারণ ক্ষমতা এবং জনঘনত্ব নির্দিষ্ট করতে হবে এবং পরিকল্পনার ক্ষেত্রে জনঘনত্বকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে বাসযোগ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত নগরী উপহার দিতে, জনঘনত্বের পরিকল্পিত অনুশীলন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে বলে বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।

“Disaster Risk Governance: Role of City Planners to Ensure People’s Perspectives for Urban Resilience” শীর্ষক সংলাপ

২১ অক্টোবর ২০২০

সেভ দ্য চিলড্রেন এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.) এর উদ্যোগে বিগত ২১ অক্টোবর ২০২০ (বুধবার), সন্ধ্যা ৭.৩০টায় অনলাইন প্ল্যাটফর্মে Disaster Risk Governance: Role of City Planners to Ensure People’s Perspectives for Urban Resilience শীর্ষক একটি বিশেষ সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।

বি.আই.পি.-র সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মদ খান এর সঞ্চালনায় এবং বি.আই.পি.-র সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ এর সভাপতিত্বে সংলাপে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের তৎকালীন প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ প্রকৌশলী ড. তারিক বিন ইউসুফ। সংলাপে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নগর পরিকল্পনাবিদ মোঃ মঈনুল ইসলাম। এছাড়াও সংলাপে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকার বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক পরিকল্পনাবিদ মোঃ আশরাফুল ইসলাম, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা পরিকল্পনাবিদ আবির উল জব্বার, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম মেট্রোপলিট্রন মাস্টার প্ল্যান এর প্রকল্প পরিচালক পরিকল্পনাবিদ মোঃ আবু ঈসা আনসারী, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নগর পরিকল্পনাবিদ আজমেরী আশরাফী, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সিনিয়র নগর পরিকল্পনাবিদ মোঃ মঈনুল ইসলাম, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নগর পরিকল্পনাবিদ জনাব বনি আহসান, সেভ দ্য চিলড্রেন এর ডিরেক্টর-হিউম্যানিটারিয়ান মোঃ মোস্তাক হোসেন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক ড. তানজিল শওগত, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তুষার কান্তি রায় এবং চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের সহকারি অধ্যাপক জনাব এ টি এম শাহজাহান।

সংলাপে শিশুসহ সকল বয়সের মানুষের জন্য নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন ও সবুজ নগর তোলায় নগর পরিকল্পনার কৌশলসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সহনশীল নগর গড়তে নগর পরিকল্পনাবিদদের ভূমিকা, প্রত্যাশা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে সংলাপে বক্তারা মতামত তুলে ধরেন।

আলোচনা সভা "ঢাকার বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা নিয়ে বিষয়ভিত্তিক পর্যালোচনা"

২ নভেম্বর ২০২০

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)-র উদ্যোগে বিগত ০২ নভেম্বর ২০২০, সোমবার "ঢাকার বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা নিয়ে বিষয়ভিত্তিক পর্যালোচনা" শীর্ষক একটি ভার্চুয়াল আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মদ খান এর সঞ্চালনায় আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম।

এছাড়াও সভায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নগর গবেষণা কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক প্রকৌ. ড. শামসুল হক, ঢাকা ওয়াসা'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব তাকসিম এ খান, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সংস্থা (বেলা)-র নির্বাহী পরিচালক সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের অধ্যাপক পরিকল্পনাবিদ ড. শাকিল আকতার, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)-র সাধারণ সম্পাদক জনাব শরীফ জামিল, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ (অঃদাঃ) মোঃ সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশ পুলিশ এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (উন্নয়ন) এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর সহ-সভাপতি পরিকল্পনাবিদ ড. চৌধুরী মোঃ যাবের সাদেক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর সাবেক সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. এ কে এম আবুল কালাম, সাবেক সহ-সভাপতি পরিকল্পনাবিদ স্থপতি সালমা এ শফি এবং রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক পরিকল্পনাবিদ মোঃ আশরাফুল ইসলাম।

আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা ঢাকাকে বাসযোগ্য করে গড়ে তুলবার জন্য মানবিক, টেকসই এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক নগর পরিকল্পনা অনুশীলন এবং বিশেষজ্ঞদের মতামত কে গুরুত্ব দিয়ে বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনায় তা সন্নিবিষ্ট করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস-২০২০ "জনস্বাস্থ্যের জন্য নগর পরিকল্পনা"

০৮ নভেম্বর ২০২০

নগর পরিকল্পনাবিদ পেশাজীবী, নীতি-নির্ধারকসহ সাধারণ মানুষের কাছে জনস্বাস্থ্য'কে সামনে রেখে টেকসই শহর ও জনবসতি বিনির্মাণে উৎসাহ ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা পৌছানোর লক্ষ্য নিয়ে দেশের নগর, অঞ্চল ও গ্রামীণ পরিকল্পনাবিদদের জাতীয় পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এবছর মাসব্যাপী বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস উদযাপন করেছে। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছিল "জনস্বাস্থ্যের জন্য নগর পরিকল্পনা"।

বর্তমান বৈশ্বিক করোনা মহামারী প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির কথা বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এবারের সকল আয়োজন অনলাইন মাধ্যমে আয়োজন করে। এবারের মাসব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় দেশের নগর, অঞ্চল ও গ্রামীণ পরিকল্পনাবিদ এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও

প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল/গ্রামীন পরিকল্পনা বিভাগের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে পরিকল্পনা সম্পর্কিত উদ্ভাবনী ধারণা, নগর পরিকল্পনা ডিজাইন, পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট প্রামাণ্যচিত্র, স্নাতক পর্যায়ের থিসিস, বিতর্ক, কুইজ, পোস্টার, আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা এবং উন্মুক্ত চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা, ভার্চুয়াল সেমিনার ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভূক্ত ছিল।

দিবসটি উপলক্ষ্যে বিগত ০৮ নভেম্বর ২০২০, রবিবার "জনস্বাস্থ্যের জন্য নগর পরিকল্পনা" শীর্ষক একটি অনলাইন সেমিনার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর সম্মানিত সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ এর সভাপতিত্বে উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ এমপি। এছাড়াও গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে সচিব জনাব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার এবং ব্র্যাক-আরবান ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এর জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসূচীর পরিচালক মোঃ লিয়াকত আলী, পিএইচডি, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর উপদেষ্টা পরিষদ আহ্বায়ক পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. এ কে এম আবুল কালাম সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ ইনস্টিউট অব প্ল্যানার্সের সহ-সভাপতি পরিকল্পনাবিদ মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ।

বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস এর এবারের মূল প্রতিপাদ্য 'জনস্বাস্থ্যের জন্য নগর পরিকল্পনা' প্রতিপাদ্যের উপর বি.আই.পি.-র পক্ষ থেকে বলা হয়, দ্রুত নগরায়নের ফলে যানজট, জলাবদ্ধতা, পরিবেশ দূষণ যথা বায়ু, পানি, শিল্প ও শব্দ দূষণ, বর্জ্যের অব্যবস্থাপনা, সবুজায়ন হ্রাস পাওয়া, প্রাকৃতিক জলাধার এর দখল-দূষণ এবং নগর এলাকার তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সংক্রামক-অসংক্রামক সকল ধরনের রোগ দিনে দিনে বাড়ছে এবং একই সাথে নগর জীবনের চাপ, উদ্বেগ প্রভৃতির সামষ্টিক প্রভাবের ফলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক উভয় ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বাস্তবতায় আগামী দিনের বাংলাদেশে বাসযোগ্য নগর ও জনবসতি গড়ে তুলবার লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্যকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আমাদের নগর পরিকল্পনায় নিম্নের বিষয়গুলোর উপর প্রাধিকার দিতে হবেঃ

- ভবনসমূহের ভেতর সূর্যের আলো, বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা করতে ইমারত সংশ্লিষ্ট আইন-বিধিবিধান ও নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন করবার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা

- সকল শ্রেণী-পেশা-বয়সের মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে এলাকাভিত্তিক খেলার মাঠ, পার্ক, জলাশয়, উদ্যানের ব্যবস্থা এবং সেখানে সকলের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা

- মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করবার লক্ষ্যে সামাজিকায়নের সুযোগ বৃদ্ধি করতে গণ-পরিসর, বিনোদন সুবিধাদি, কমিউনিটি সেন্টার তৈরী এবং নিয়মিত সামাজিক অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করবার মাধ্যমে মানবিক জনবসতি ও সমাজ তৈরী করা।

- কঠিন ও পয়ঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিচ্ছন্ন এলাকা ও পরিবেশ নিশ্চিত করবার মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণ ও জনবসতির সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা

❑ যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে এলাকাভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরী করার পাশাপাশি নগর এলাকায় সবার জন্য সাশ্রয়ী ও অভিগম্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় সামাজিক বৈষম্য দূর করা।

❑ সকলের জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্মত আবাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা করা

❑ নগর এলাকার বিদ্যমান নাগরিক সেবা ও কমিউনিটি সুবিধাদি, সড়ক ও ড্রেনেজ অবকাঠামো, পার্ক-খেলার মাঠ-জলাশয়-উন্মুক্ত স্থান প্রভৃতির পরিমাণের উপর কাংখিত জনসংখ্যা এবং এলাকাভিত্তিক জনঘনত্ব নির্ধারণ করার মাধ্যমে নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন করা; অন্যথায় নগর এলাকার ভারবহন ক্ষমতার অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে নাগরিক সুবিধাদি, অবকাঠামো, পরিবেশ, প্রতিবেশ প্রভৃতির উপর মাত্রাতিরিক্ত চাপের কারণে নগরের বাসযোগ্যতা ও জনস্বাস্থ্য বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারে।

❑ বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ, শিল্প দূষণ সহ সকল প্রকার পরিবেশ দূষণ বন্ধ করবার মাধ্যমে নগর এলাকায় বসবাসযোগ্য পরিবেশ তৈরী করার মাধ্যমে টেকসই ও স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করার রাষ্ট্রীয় ও বৈশ্বিক লক্ষ্য অর্জন করা।

এছাড়াও সেমিনারে অন্যান্যদের মধ্যে বি.আই.পি.-র যুগ্ম সম্পাদক পরিকল্পনাদি মোহাম্মদ রাসেল কবির, বোর্ড সদস্য পরিকল্পনাবিদ মোঃ আসাদুজ্জামান, পরিকল্পনাবিদ ইজাদুর রহমান কাজল প্রমুখ বক্তব্য প্রদান করেন।

খসড়া বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (২০১৬-২০৩৫) প্রতিবেদন সম্পর্কিত সংবাদ সম্মেলন

২ ডিসেম্বর ২০২০

বিগত ০২ ডিসেম্বর ২০২০, বুধবার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.) **"ঢাকা মহানগর এলাকার খসড়া বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (২০১৬-২০৩৫) প্রতিবেদন"** সম্পর্কিত একটি সংবাদ সম্মেলন বি.আই.পি. কনফারেন্স হলে আয়োজন করে। সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.) এর পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মদ খান প্রতিবেদন সম্পর্কিত মতামত সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন। খসড়া বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনায় নগর পরিকল্পনার অনেক আধুনিক ধারণার অনুশীলন করা হয়েছে, যাকে স্বাগত জানিয়েছে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স; একইসাথে টেকসই নগর বিনির্মাণে বেশ কিছু প্রস্তাবনার পরিমার্জনার আহবান জানিয়েছে বি.আই.পি. বিশেষত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের উন্নয়ন নজরদারি ও ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা তুলনামূলক দুর্বল হওয়াতে কিছু প্রস্তাবনা সংশোধন হওয়া প্রয়োজন। একইসাথে, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর পক্ষ থেকে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী-স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে বৃহত্তর জনস্বার্থের বিষয়টি মাথায় রেখে বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা গণশুনানির সময় প্রাপ্ত এবং অংশীজনদের গঠনমূলক ও যৌক্তিক মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (২০১৬-২০৩৫) চূড়ান্ত করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে। এই পরিকল্পনার যৌক্তিক ও প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা গেলে ঢাকার বাসযোগ্যতা বাড়বে। রাজধানী ঢাকাকে বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে একটি প্রতিযোগী নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে হলে একটি ভালো পরিকল্পনার প্রয়োজন বলে মনে করে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স।

Webinar on Integrating food into urban planning in Bangladesh: Increasing the food security of our cities

৯ ডিসেম্বর ২০২০

জাতিসংঘের খাদ্য এবং কৃষি সম্পর্কিত সংস্থা (FAO) এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর যৌথ উদ্যোগে বিগত ০৯ ডিসেম্বর ২০২০ (বুধবার) "Integrating Food into Urban Planning in Bangladesh: Increasing the Food Security of Our Cities" শীর্ষক ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয়।

ওয়েবিনারে মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন এর ডেভেলপমেন্ট এন্ড প্ল্যানিং ইউনিট এর অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. ইয়ুভেস ক্যাবান্স। সেশন সমূহ সঞ্চলনা করেন জাতিসংঘের খাদ্য এবং কৃষি সম্পর্কিত সংস্থা (FAO) এর ঢাকা ফুড সিস্টেম প্রজেক্ট এর প্রধান কারিগরী উপদেষ্টা জন টেইলর এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ।

আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, খাদ্য নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলেও বাংলাদেশের ভৌত পরিকল্পনায় খাদ্য নিরাপত্তাকে যথাযথ বিবেচনায় রাখা হয়না। সকল স্তরের মানুষের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে খাদ্য নিরাপত্তা কে নগর পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। নগর সমূহের খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং নগর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিসহ একটি স্বাস্থ্যকর সমাজ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ও ভবিষ্যৎ টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের ক্ষেত্রে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা প্রদানের ক্ষেত্রে নগর পরিকল্পনাবিদগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে ওয়েবিনারে বক্তারা মত দেন।

শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবসে বি. আই. পির. শ্রদ্ধাঞ্জলি

১৪ ডিসেম্বর ২০২০

১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস এ দেশের সকল সূর্য সন্তানদের প্রতি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)-র পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে বি.আই.পি. প্রতিনিধিদের সাক্ষাত

১৪ ডিসেম্বর ২০২০

বিগত ১৪ই ডিসেম্বর ২০২০ তরিখে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকার করেন। এসময় বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) পরীক্ষার অনলাইন আবেদন পত্রে স্নাতক ডিগ্রি হিসেবে 'নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা' এবং 'নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা' অন্তর্ভূক্ত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। বিষয়টি সমাধানে আলোচনাপূর্বক সমাধানের আশ্বাস প্রদান করেন বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়।

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে বি.আই.পি. প্রতিনিধিদের সাক্ষাত

১৪ ডিসেম্বর ২০২০

বিগত ১৪ই ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের একটি প্রতিনিধি দল ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব চৌধুরী এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকার করেন। এসময় পাসপোর্টের আবেদন ফর্মে পেশা হিসাবে 'পরিকল্পনাবিদ' অন্তর্ভূক্ত করার জন্য বি.আই.পি.-র অনুরোধের প্রেক্ষিতে বিষয়টি বিবেচনায় আনার আশ্বাস দেন মহাপরিচালক মহোদয়।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে বি.আই.পি. প্রতিনিধিদের সাক্ষাত

১৫ ডিসেম্বর ২০২০

বিগত ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের একটি প্রতিনিধি দল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ হেলালুদ্দীন আহমদের সাথে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে দেশের সমসাময়িক পরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। একইসাথে, দেশের পৌরসভা সমূহে পরিকল্পনাবিদ নিয়োগের ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়ের সাথে বি.আই.পি.-র প্রতিনিধিগণ আলোচনা করেন। এসময় মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয় পৌরসভাতে পরিকল্পনাবিদ নিয়োগের ব্যাপারে একমত পোষণ করেন এবং পর্যায়ক্রমে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করার উদ্যোগ নেয়ার আশ্বাস প্রদান করেন।

মহান বিজয় দিবস মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি বি.আই.পি-র শ্রদ্ধাঞ্জলি

১৬ ডিসেম্বর ২০২০

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর পক্ষ থেকে গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি, যাদের পরম আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা ও প্রিয় বাংলাদেশ।

বর্তমান করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে জাতীয় স্মৃতি সৌধে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর অনুষ্ঠানটি এবছর অনুষ্ঠিত হয়নি। বি. আই. পি. গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছে মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদসহ জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামে অবদান রাখা সকল আত্মত্যাগকারীদের। একইসাথে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর পক্ষ থেকে সকলকে মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানানো হয়।

বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস ২০২০ এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

১৯ ডিসেম্বর ২০২০

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স "জনস্বাস্থ্যের জন্য নগর পরিকল্পনা" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে 'বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস' উপলক্ষ্যে সারাদেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণের চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতাসহ স্নাতক পর্যায়ের থিসিস, প্ল্যানিং প্রজেক্ট ডিজাইন, পরিকল্পনা বিতর্ক, কুইজ, পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট প্রামাণ্যচিত্র,
উদ্ভাবনী ধারণা, পোস্টার এবং আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

বিগত ১৯ ডিসেম্বর ২০২০ (শনিবার) 'বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস ২০২০' উপলক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বি.আই.পি. কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। পরিকল্পনাবিদ ইসরাত জাহান এর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বি.আই.পি.-র সহ-সভাপতি পরিকল্পনাবিদ ড. চৌধুরী মোঃ যাবের সাদেক।

প্রতিযোগীদের মধ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পান সিমিন হাবিব সাফা, রচনা প্রতিযোগিতায় ক-বিভাগে প্রথম পুরস্কার পান রহমাতুল্লা আর আরাবি, খ-বিভাগে প্রথম পুরস্কার পান তাসনিম সাদিয়া বর্ষা, গ-বিভাগে প্রথম পুরস্কার পান শেখ মাহের আনসারী মাহিম, ঘ-বিভাগে প্রথম পুরস্কার পান সুমন ইসলাম, পোস্টার প্রতিযোগীতায় প্রথম পুরস্কার পান বুয়েট থেকে মারিয়া মেহরিন, ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পান জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অহনা খান, থিসিস প্রতিযোগিতয় প্রথম পুরস্কার পান কুয়েট থেকে তন্ময় মজুমদার, তথ্যচিত্র প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পান টিম কুয়াটারবেক, প্রকল্প ডিজাইন প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পান রুয়েট থেকে ফারজানা আফরোজ ও আশিকুর রহমান প্রনয়, পরিকল্পনা উদ্ভাবণী ধারণা প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পান টিম গ্রীনহাউজ, আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয় রুয়েট দল এবং আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় দল।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন বি.আই.পি.-র সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মদ খান, যুগ্ম সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ মোহাম্মদ রাসেল কবির, বোর্ড সদস্য পরিকল্পনাবিদ মোঃ রেজাউর রহমান, সাবেক বোর্ড সদস্য পরিকল্পনাবিদ মোঃ মঈনুল ইসলাম প্রমুখ।

বি.আই.পি. এবং ব্র্যাক এর উদ্যোগে "জলবায়ু ও দূর্যোগ সহনশীল,অন্তর্ভূক্তিমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং নগর সুশাসন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

২০ ডিসেম্বর - ২৪ ডিসেম্বর ২০২০

বিগত ২০ ডিসেম্বর থেকে ২৪ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এবং ব্র্যাক এর উদ্যোগে স্থানীয় নগর সংস্থা সমূহ, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী ও কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জলবায়ু ও দূর্যোগ সহনশীল, অন্তর্ভূক্তিমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং নগর সুশাসন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, নায়ারণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, সাভার পৌরসভা, সিরাজগঞ্জ পৌরসভা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, কক্সবাজার পৌরসভা, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন, ফরিদপুর পৌরসভা, ঝিনাইদহ পৌরসভা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, গাইবান্ধা পৌরসভা, সৈয়দপুর পৌরসভা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন এবং সাতক্ষীরা পৌরসভায় কর্মরত সচিবসহ নগর পরিকল্পনাবিদ, প্রকৌশলী এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বি.আই.পি.-র সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মদ খান।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে বি.আই.পি. প্রতিনিধিদের সাক্ষাত

২৭ ডিসেম্বর ২০২০

বিগত ২৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের একটি প্রতিনিধি দল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকার করেন। বি.আই.পি. প্রতিনিধি দলে বি.আই.পি.'র সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মদ খান, সহ সভাপতি পরিকল্পনাবিদ মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম ও পরিকল্পনাবিদ ড. চৌধুরী মোঃ যাবের সাদেক এবং বোর্ড সদস্য পরিকল্পনাবিদ মোঃ রেজাউর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

এসময় বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা ও আঞ্চলিক পরিকল্পনায় পরিকল্পনাবিদদের কিভাবে সম্পৃক্ত করা যায় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সেই সাথে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে চলমান বাংলাদেশের ভূমি জোনিং প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহে পরিকল্পনাবিদদের কাজ করার সুযোগ প্রদানসহ দীর্ঘমেয়াদী সম্পৃক্ত থাকার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী ভূমি ব্যবস্থাপনা ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিকল্পনাবিদদের পেশাগত দক্ষতা কাজে লাগানোর ব্যাপারে বি.আই.পি.'কে প্রতিশ্রুতি দেন এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সকে এতদসংক্রান্ত নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে সম্পৃক্ত করতে মন্ত্রণালয়ের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

বিআইপি গবেষণা

কোভিড ম্যাগাজিন

সু-পরিকল্পিত, স্বাস্থ্যকর এবং নিরাপদ শহুরে জীবনের সমাধান এবং ভবিষ্যতে আরও স্থিতিশীল প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোভিড- ১৯ পরবর্তী নগর জীবনের আমূল পরিবর্তন কে বিবেচনায় নিয়ে "Rethinking Urban Planning in Post Covid Era: Bangladesh Perspectives" শিরোনামে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয় ২৫ জানুয়ারি ২০২১

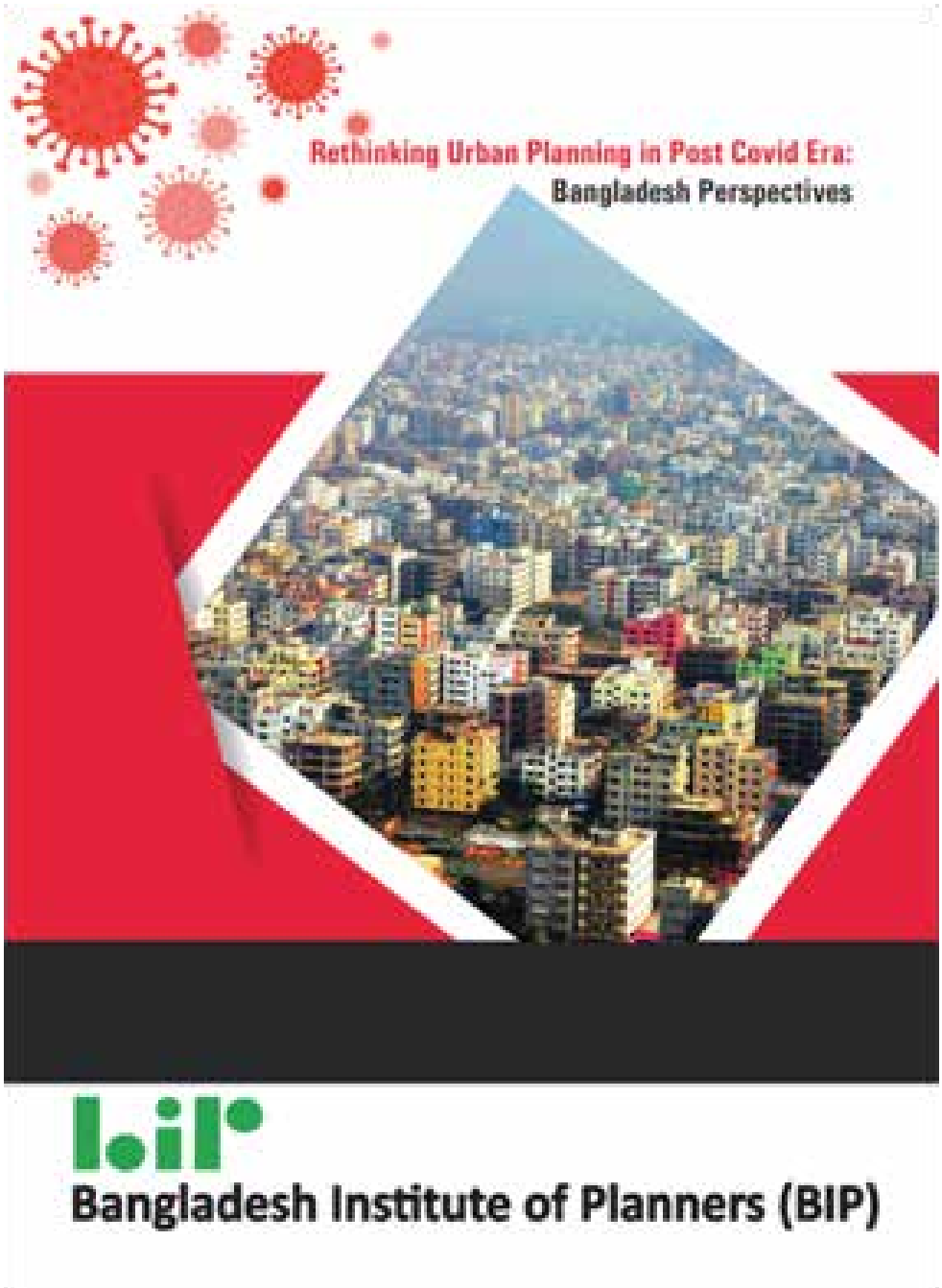

নতুন সদস্য তালিকা

	এএম ১৭১০ নামঃ আসরাফুন্নাহার বিশ্ববিদ্যালয়ঃ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়		এএম ১৭১১ নামঃ ইনজামাম-উল খান শুভ বিশ্ববিদ্যালয়ঃ রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
	এএম ১৭১২ নামঃ সাফফাত সিদ্দিকা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়		এএম ১৭১৩ নামঃ আহমেদ আফসান প্রিটুল বিশ্ববিদ্যালয়ঃ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
	এএম ১৭১৪ নামঃ রাসেদা সুলতানা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়		এএম ১৭১৫ নামঃ সানজিদা রাহমান বিশ্ববিদ্যালয়ঃ খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
	এএম ১৭১৬ নামঃ মোঃ সাইফুল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়ঃ রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়		এএম ১৭১৭ নামঃ মোহাম্মদ নুও উদ্দীন বিশ্ববিদ্যালয়ঃ চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
	এএম ১৭১৮ নামঃ অরিন্দ্য সুন্দর হাওলাদার বিশ্ববিদ্যালয়ঃ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়		এএম ১৭১৯ নামঃ মাহতির মোহাম্মদ বিশ্ববিদ্যালয়ঃ রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
	এএম ১৭২০ নামঃ আসিকুর রহাম বিশ্ববিদ্যালয়ঃ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়		এএম ১৭২১ নামঃ সাদিয়া আফরিন বিশ্ববিদ্যালয়ঃ পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
	এএম ১৭২২ নামঃ মোঃ শাকিল আর সালান বিশ্ববিদ্যালয়ঃ রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়		এএম ১৭২৩ নামঃ সুতপা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ইউনিভার্সিটি টেকনোলজী মালেশিয়া

সদস্য সংবাদ

নতুন সদস্য তালিকা

	এএম ১৭২৪ নামঃ বনি আহসান বিশ্ববিদ্যালয়ঃ খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়		এএম ১৭২৫ নামঃ সুয়াইব ইবনে শাহীন বিশ্ববিদ্যালয়ঃ চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
	এএম ১৭২৬ নামঃ মোঃ হোজাইফা আল হোসাইন খান বিশ্ববিদ্যালয়ঃ রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়		এএম ১৭২৭ নামঃ মোঃ কামরুল হাসান বিশ্ববিদ্যালয়ঃ রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
	এএম ১৭২৮ নামঃ সৈয়দ সাবিত তামিম বিশ্ববিদ্যালয়ঃ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়		এএম ১৭২৯ নামঃ নিশাত আক্তার জুঁই বিশ্ববিদ্যালয়ঃ রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
	এএম ১৭৩০ নামঃ মমতা জাফরিন মৌলি বিশ্ববিদ্যালয়ঃ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়		এএম ১৭৩১ নামঃ লামিয়া ফেরদৌস বিশ্ববিদ্যালয়ঃ রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
	এএম ১৭৩২ নামঃ হোসনেআরা আলো বিশ্ববিদ্যালয়ঃ পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়		এএম ১৭৩৩ নামঃ মোঃ মারুফুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ঃ পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
	এএম ১৭৩৪ নামঃ তন্ময় মজুমদার বিশ্ববিদ্যালয়ঃ খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়		এএম ১৭৩৫ নামঃ কানিজ সোহানি বিশ্ববিদ্যালয়ঃ পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
	এএম ১৭৩৬ নামঃ মোছাঃ মাহবুবা খানম বিশ্ববিদ্যালয়ঃ পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়		

শোক সংবাদ

পরিকল্পনাবিদ ড. শামীম মাহবুবুল হক (এম-২১১)

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)-র সদস্য পরিকল্পনাবিদ প্রফেসর ড. শামীম মাহবুবুল হক (এম-২১১) বিগত ১১ জুন ২০২০ (বৃহস্পতিবার) তারিখে রাত সাড়ে নয়টায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ঢাকাস্থ কলাবাগানের নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

কর্মজীবনে তিনি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর খুলনা চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলা ৫৪ বছর। মরহুমের জানাজা ১২ জুন ২০২০ (শুক্রবার) বাদ ফজর বশির উদ্দিন রোড জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে তাঁকে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়।

বি.আই.পি. পরিবারের পক্ষ থেকে আমরা মরহুম পরিকল্পনাবিদ ড. শামীম মাহবুবুল হক এর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং মরহুমের শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

পরিকল্পনাবিদ এ হাসনাত এন. এ. চৌধুরী (এফ-০০৬)

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর সাবেক সভাপতি, প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য এবং দেশের প্রতিথযশা নগর পরিকল্পনাবিদ জনাব এ হাসনাত এন. এ. চৌধুরী (এফ-০০৬) বিগত ১১ নভেম্বর ২০২০ (বুধবার) সকালে ঢাকাস্থ ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, কাঁঠালবাগান এর নিজস্ব বাসভবনে বার্ধক্যজনিত রোগে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

কর্মজীবনে তিনি পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহায়ন বিভাগের সেকশন চিফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। মরহুমের জানাজা (১১ নভেম্বর ২০২০, বুধবার) বাদ যোহর কাঁঠালবাগান বায়তুল্লাহ ফালাহ্ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় এবং জানাজা শেষে বনানী কবরস্থানে তাঁর দাফন সম্পন্ন করা হয়।

বি.আই.পি. পরিবারের পক্ষ থেকে আমরা মরহুম পরিকল্পনাবিদ এ হাসনাত এন. এ. চৌধুরী এর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং মরহুমের শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

একজন সফল পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. শামীম মাহবুবুল হক

অধ্যাপক ড. শামীম মাহবুবুল হক খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সাবেক বিভাগীয় প্রধান। তিনি ১৯৬৮ সালের ১ জানুয়ারী ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৯১ সালে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (সাবেক বিআইটি) থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী অর্জন করেন। এরপর ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যলয় থেকে আরবান প্ল্যানিং এ মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। এছাড়াও ১৯৯৯ সালে যুক্তরাজ্যের র্ক্যানফিল্ড ইউনিভার্সিটির স্কুল অব এগ্রিকালচার, ফুড এন্ড এনভায়রনমেন্ট এর অধীনে ভূমি সংস্থান ম্যানেজমেন্টে এমএসসি এবং ২০০৪ সালে জাপান হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সামাজিক ও পরিবেশগত প্রকৌশল বিভাগে ডক্টর অব ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পন্ন করেন।

জুলাই ১৯৯৪ সালে তিনি তার কর্মজীবন শুরু করেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা বিভাগের প্রভাষক হিসেবে। পরবর্তীতে তিনি প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক এবং অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও তিনি অধ্যাপনার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্পের দায়িত্বেও নিয়োজিত ছিলেন। এশিয়ান ডিজেস্টার প্রিপ্রেয়ারডনেস সেন্টার (এডিপিসি), ব্যাংকক (অন লিয়েন) দুইটি প্রকল্পের দায়িত্বে ছিলেন। এপ্রিল ২০০৯- মার্চ ২০১০ রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পৌরসভা প্রকল্পের ভূমিকম্পের ঝুঁকিপূর্ণ ও ঝুঁকির মূল্যায়ন প্রকল্পের নেতৃত্বে ছিলেন। তিনি প্রকল্প দলকে কৌশলগত দিকনির্দেশনা সরবারহ সহ, প্রযুক্তি ও প্রশাসনিক সমন্বয় ও তদারকি, সিএইচটিডিএফ-ইউএনডিপির প্রকল্প পরিচালনা অফিসের সাথে সমন্বয়, ভৌত বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ, ভূমিকম্পের ঝুঁকি ও দুর্বলতা মূল্যায়ন, ভূমি উপযুক্ততা অধ্যয়ন, উন্নয়ন প্রবনতার বিশ্লেষণ, ভূমিকম্পের ঝুঁকিও জমির উপযোগিতা এবং ভৌত বিকাশের পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ, প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ, অগ্রগতির প্রতিবেদন, সমীক্ষা প্রতিবেদন, অন্তবর্তীকালীন প্রতিবেদন এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন এর সাথে যুক্ত ছিলেন। জুন ২০০৭-অক্টোবর ২০০৯ আকস্মিক ভূমিকম্পের পরিকল্পনার জন্য ঢাকা চট্টগ্রাম এবং সিলেট প্রকল্পের বিপর্যয় পরিচালন কর্মসূচী (সিডিএমপি) প্রকল্প ব্যবস্থাপক হিসেবে অফিস ইন চার্জ এডিপিসি ঢাকা অফিসে নিয়োজিত ছিলেন। যেখানে তার দায়িত্ব ছিলো এডিপিসি বাংলাদেশ অফিসের কর্মীদের কৌশলগত দিকনির্দেশনা ও প্রযুক্তিগত পরামর্শ প্রদান, প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে অংশীদার প্রতিষ্ঠানগুলিকে নেতৃত্ব প্রদান, প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের জন্য কৌশলগত পদ্ধতির বিকাশে সহায়তা এবং প্রোগ্রামের প্রচেষ্টায় টেকসই, পরিচালনা ও পরিচালন বাজেটের নিয়ন্ত্রণ, প্রকল্পগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধি, ঝুঁকির জোনিং ম্যাপ, ভৌত বৈশিষ্ট্য সমীক্ষা এবং ঢাকা, চট্রগ্রাম ও সিলেট শহরের জন্য দুর্বলতা এবং ঝুঁকি নির্ধারণের মতো ক্রিয়াকলাপগুলিতে প্রযুক্তিগত সম্পদ ইনপুট সরবরাহ করা, ভূমিকম্পের সাথে সম্পর্কিত (জাতীয়, শহর ও এজেন্সী স্তর) পরিকল্পনা, কনটিজেন্সি পরিকল্পনার সাথে যুক্ত কর্মীদের তদাকরি করা।

এছাড়াও তিনি বেশ কিছু প্রকল্পের সাথে যুক্ত ছিলেন তার মধ্যে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর (ইউডিডি) কর্তৃক চৌদ্দ উপজেলার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ-প্যাকেজ ০৪ এ জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত টিম লিডার হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি) এলজিইডি (২১ পৌরসভা) উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২০১০ থেকে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত টিম লিডার, ইউওএনডিপি-বাংলাদেশ কর্তৃক বাংলাদেশের রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পৌরসভার ভূমিকম্পের ঝুঁকিপূর্ণ এবং ক্ষতিগ্রস্ততার ম্যাপিং প্রকল্পে এপ্রিল ২০০৯ থেকে মার্চ ২০১০ পর্যন্ত টিম লিডার, কমপ্রিহেন্সিভ ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি-১) সাতক্ষীরা জেলার আসাসুনি উপজেলায় বিস্তৃত বিপর্যয় পরিচালন সংস্কার প্রকল্পে ২০০৬ থেকে জুন ২০০৮ পর্যন্ত টিম লিডার হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন। এছাড়াও বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা) বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল এ বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য উচ্চমানের পরিবেশ বান্ধব মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত ও জমা দেওয়া প্রকল্পে ১ জানুয়ারী ২০১৮ তারিখ থেকে প্রবীণ নগর পরিকল্পনাবিদ হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। ইউএনডিপি, বাংলাদেশ চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, স্বন্দীপ, সাতক্ষীরা, খুলনা অঞ্চলের বিস্তৃত বিপর্যয় পরিচালন প্রোগ্রাম (সিডিএমপি-২) প্রকল্পে জুলাই ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত নগর ঝুঁকি হ্রাস বিশেষজ্ঞ, ইউএনডিপি, বাংলাদেশ ঢাকা চট্টগ্রাম ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন এরিয়ার ভূমিকম্পের ঝুঁকি ও ঝুঁকির মূল্যায়ন প্রকল্পে প্রজেক্ট ম্যানেজার কাম অফিস ইনচার্জ হিসেবে জুন ২০০৭ থেকে

অক্টোবর পর্যন্ত, মহিলা বিষয়ক বিভাগ (ডিডব্লুএ) ডি আর আর একশন প্ল্যান এবং আকস্মিক ভূমিকম্পের পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রকল্পে নেতৃত্বের পরামর্শদাতা হিসেবে ফেব্রুয়ারি ২০১১ থেকে জুন ২০১৪ পর্যন্ত এবং কে এফ ডব্লু , জার্মানী খুলনা সিটির জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পের জাতীয় পরামর্শদাতা (পরিবহণ) মার্চ ২০১১ থেকে অক্টোবর ২০১১ পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন।

অধ্যাপক ড. শামীম মাহবুবুল হক পেশাজীবনে দক্ষতা অর্জনে বেশ কিছু প্রশিক্ষণ কর্মশালা গ্রহণ করেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি-২২ শে মার্চ ২০১১, জিআইজেড, জার্মানি এবং সিঙ্গাপুর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত উন্নয়ন দেশগুলিতে স্থানীয় অংশীদারদের সক্ষমতা বিকাশে শহর ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা; ৭-১৫ জানুয়ারি ২০০৯, ইউএনডিপি, ডি এফ আইডি, ইসি কর্তৃক আয়োজিত এবং বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটের এশিয়ান দুর্যোগ প্রস্তুতি কেন্দ্র (এডিপিসি) এর সহায়তায় আকস্মিক ভূমিকম্প বিপর্যয় প্রতিক্রিয়া সিমুলেশন অনুশীলন পরিকল্পনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা; ৩০ নভেম্বর-০১ ডিসেম্বর ২০০৯, ইউএনডিপি, ডিএফআইডি, ইসি দ্বারা সমর্থিত এবং এশিয়ান দুর্যোগ প্রস্তুতি কেন্দ্র (এডিপিসি) এবং ন্যাশনাল সোসাইটি ফর ভূমিকম্প এবং প্রযুক্তি (এনএসইটি) দ্বারা পরিচালিত পরিচালকদের জন্য লাইফলাইন এবং ইউটিলিটি প্রশিক্ষণের কর্মশালা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ; নভেম্বর ৩-১৯, ২০০৯, ভূমিকম্পের ঝুঁকি নিয়ে বিশেষ জোর দিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য ইনসিডেন্ট কমান্ড সিস্টেমের (আইসিএস) প্রশিক্ষণ, ইউএনডিপি, ডিএফআইডি, ইসি সমর্থিত এবং বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটের এশিয়ান দুর্যোগ প্রস্তুতি কেন্দ্র (এডিপিসি) দ্বারা আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা; অক্টোবর ০১, ২০০০ থেকে মার্চ ৩১, ২০০১, জাপানের হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়, সামাজিক ও পরিবেশ প্রকৌশল অধিদপ্তর আয়োজিত জিও-ইনফরমেশন সিস্টেম ব্যবহার করে ভৌত উন্নয়ন প্রকল্পগুলির প্রভাবগুলির মডেলিং সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কোর্স; ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯, ব্রিটিশ কাউন্সিলের উচ্চশিক্ষা লিংক প্রোগ্রাম এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিভাগ (ডিএফআইডি), যুক্তরাজ্য কর্তৃক কোয়ান্টেটিভ স্যাম্পলিং এবং স্ট্যাটিস্টিকাল পদ্ধতি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কোর্স; সেপ্টেম্বর ১৪ থেকে নভেম্বর ২, ১৯৯১, বৈজ্ঞানিক ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইনস্টিটিউট, এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আয়োজিত ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট এবং প্রোগ্রামিং উপর প্রশিক্ষণ কোর্স; ১২ ই মে থেকে জুন ১২, ১৯৯১, গণপূর্ত বিভাগ, প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, মিরপুর, ঢাকা, বাংলাদেশন আয়োজিত নিম্ন-বৃদ্ধি এবং উচ্চ-বৃদ্ধি বিল্ডিং ডিজাইন এবং প্রকল্প পরিচালনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কোর্স গ্রহণ করেন।

এছাড়াও অধ্যাপক ড. শামীম মাহবুবুল হক পেশাদার সদস্য হিসেবে পেশাজীবি সংগঠন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বিআইপি) এ সদস্য এবং দ্যা ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইইবি) এর লাইফ ফেলো হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

বিগত ১১ জুন ২০২০ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি ইন্তেকাল করেন।

বাংলাদেশের মহাপরিকল্পনা

পরিকল্পনাবিদ হোসনে আরা আলো

বাংলাদেশে মহাপরিকল্পনা ষাটের দশকে শুরু হলেও ১৯১৭ সালে স্যার প্যাট্রিক গেডিস সর্বপ্রথম ঢাকা শহরের জন্য মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রাথমিক পাকিস্তান সময়ে ঢাকা মহানগরীর জন্য একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ততকালীন বিল্ডিং এন্ড কনস্ট্রাকশন (সিএন্ডবি) বিভাগের সহায়তায় পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে ঢাকা শহরের আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প বিকাশের জন্য কয়েকটি মাইক্রো লেভেলের এরিয়া প্ল্যান করা তৈরি করা হয়। এই পরিকল্পনার ভিত্তিতে আজিমপুর এবং মতিঝিল সরকারী কলোনী, তেজগাঁ শিল্পাঞ্চল এবং মতিঝিল বাণিজ্যিক অঞ্চল এর বিকাশ হয়েছিলো।

নগর পর্যায়ে নগর পরিকল্পনার সূচনা ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৫৬ সালে ঢাকা ইমপ্রভমেন্ট ট্রাস্ট বর্তমান রাজউক, ১৯৫৮ সালে আবাসন ও বন্দোবস্ত অধিদপ্তর (এইচএসডি), ১৯৫৯ সালে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ১৯৬১ সালে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ১৯৬৫ সালে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর (ইউডিডি), ১৯৬৬ সালে রাজশাহী শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আরটিডিএ), ২০০০ সালে জাতীয় আবাসন কর্তৃপক্ষ (এনএইচএ) গঠিত হয়।প্রাদেশিক সরকার ভারত থেকে অভিবাসনের ফলে স্বতঃস্ফূর্ত নগর বৃদ্ধির প্রবণতা উপলব্ধি করে পরিকল্পিত স্থানীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী চারটি বড় শহরের মহাপরিকল্পনার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৫৯ সালে ঢাকা, ১৯৬১ সালে চট্টগ্রাম, ১৯৬৬ সালে খুলনা এবং ১৯৮৪ সালে রাজশাহী শহরের মহাপরিকল্পনা তৈরি করা হয়। মহাপরিকল্পনায় শহরগুলি কয়েকটি ভূমি ব্যবহার জোনে বিভক্ত ছিলো এবং রাস্তা নেটওয়ার্ক এবং অন্যান্য পরিষেবা দ্বারা সংযুক্ত ছিলো। বিভিন্ন বিভাগের অবকাঠামো প্রস্তাব, রাস্তা, পাবলিক বিল্ডিং এর জন্য জায়গা, নিকাশী ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, পানি শোধনাগার, ফায়ার স্টেশন, বিনোদনমূলক উন্মুক্ত স্থান ইত্যাদি সুবিধার জন্য স্থান সংরক্ষিত ছিলো। ভূমি ব্যবহার অঞ্চল হিসেবে ছিলো আবাসন, উন্মুক্ত স্থান, বাণিজ্যিক, শিল্প ও শিক্ষা। এছাড়াও ভূমি ব্যবহারে জোনিং পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং পরিকল্পনায় উপরোক্ত খাতগুলির উন্নয়ন সম্পর্কেও সুপারিশ করা হয়।ঢাকা মাস্টার প্ল্যান ১৯৫৯: কাঠামো এবং বিষয়বস্তু প্রস্তাবিত ভূমির ব্যবহার এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের চিত্রটি মানচিত্রের আকারে তৈরি করা হয়। পরিকল্পনার বিষয়বস্তুগুলি আরও বিশদে বর্ণনা করার জন্য একটি ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। পুরো ডিআইটি (রাজউকের পূর্ব নাম) ১:২০০০০ এর স্কেল সহ দুটি বিভাগের পরিকল্পনা জমা দেয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি ছিল মূল ঢাকা এবং এর আশেপাশের অঞ্চলগুলির জন্য ১:৩৯৬০ স্কেল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি প্রথম পরিকল্পনা থেকে মূল ঢাকা এবং এর সংলগ্ন অঞ্চলগুলি উত্তোলনের জন্য প্রস্তুত করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার পেছনের উদ্দেশ্যটি ছিল দ্রুত প্রসারিত উচ্চ ঘনত্বের মূল কেন্দ্রটিকে আরও স্পষ্টভাবে চিত্রিত করা। মাস্টার প্ল্যান রিপোর্টের বিষয়বস্তুগুলিকে বিস্তৃতভাবে দ্বি-বিকাশ প্রস্তাব এবং বাস্তবায়ন ব্যবস্থায় শ্রেণিবদ্ধ করে নয়টি সেক্টরের আওতায় উন্নয়নের প্রস্তাব করে- ১. পরিবহন ও যোগাযোগ ২. জনসাধারণের বিল্ডিং ৩. জনসংখ্যা ৪. আবাসন ৫. শিক্ষা ৬ উন্মুক্ত স্থান ৭. বাণিজ্যিক ও শপিং ৮. শিল্প ৯. ইউটিলিটি সার্ভিস।

মহাপরিকল্পনার প্রস্তাব অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক, মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনী ব্যবস্থার পরামর্শ দেওয়া হয়। ঢাকা ছাড়াও নারায়ণগঞ্জের জন্য একটি পৃথক মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত করা হয়েছিল, যা শিল্প ও বাণিজ্যিকভাবে সে সময়ের অন্যতম সমৃদ্ধশালী শহর ছিল।

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিকল্পনা উদ্যোগের সূচনার পরে এইচএসডির জন্য জেলা পর্যায়ে আবাসন জমি এবং উপশহরের জন্য বৃহৎ সংখ্যক বিন্যাস পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। এটি তৎকালীন আবাসন ও বন্দোবস্ত অধিদপ্তরের (বর্তমানে জাতীয় আবাসন কর্তৃপক্ষ) পরিকল্পনার পরিষেবা সরবরাহ করে এবং সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করে।

আরটিডিএর প্রথম পরিকল্পনার প্রচেষ্টা করে ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠার পরে, আরটিডিএ ইউডিডি এবং ইউএনভির প্রযুক্তিগত সহায়তায় যৌথভাবে ১৯৮৪ সালে নগর পরিকল্পনার প্রথম প্রচেষ্টা করা হয়। ১৯৮৪ সালে একটি প্রাথমিক খসড়া নগর পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়, তবে এটি কখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে, আরটিডিএ সম্ভাব্য উন্নয়ন পরিকল্পনার অনুমতি দেওয়ার জন্য বহু বছর ধরে খসড়া পরিকল্পনার জমি ব্যবহার জোনিং অনুসরণ করে আসছে।

নগর পরিকল্পনার জন্য ইউডিডি'র নতুন ড্রাইভ এর সূচনা হয় আশির দশকের গোড়ার দিকে মহকুমাগুলো ৬৪ টি জেলায় রূপান্তর এর মাধ্যমে এবং থানাগুলিকে উপজেলায় উন্নীত করে জাতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন আনা হয়। যেহেতু উপজেলা শহরকে আঞ্চলিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গড়ে তুলতে, ১৯৮৩ সাল থেকে ইউডিডি উপজেলা শহরের জন্য ৩৯২ মাস্টার / ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা তৈরি করে। কিন্তু এই পরিকল্পনাগুলি কার্যত কাগজের পরিকল্পনা হিসেবেই রয়ে যায় কারণ সরকার তাদের কার্যকর করার কোনও চেষ্টা করেনি। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি) প্রাথমিকভাবে গ্রামীণ অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য দায়বদ্ধ। পরে এটির উপর নগর স্থানীয় সরকার অঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়নের দায়িত্বও দেওয়া হয়। এটি ইউডিডি বহির্ভূত বহু পৌর শহরগুলির পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তবে প্রাথমিক প্রচেষ্টা খুব একটা সফল হয়নি। ২০০০ সালের মাঝামাঝি থেকে ইউজিআইআইপি (নগর প্রশাসনের) প্রকল্পের আওতায় পৌরসভাসের জন্য মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত করতে এলজিইডি একটি নতুন অভিযান চালাচ্ছে।

নগরায়নের আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলি গভীরতার সাথে বিবেচনা না করেই প্রাথমিক শহর পরিকল্পনা করা হয়। কাঠামোগত পরিকল্পনা এবং পরবর্তী স্থানীয় পরিকল্পনা সমন্বিত দুটি স্তরের শ্রেণীবদ্ধ পরিকল্পনা ব্যবস্থা তৈরি করা হয় এবং একসাথে উন্নয়ন পরিকল্পনা গঠন করে। কাঠামোগত পরিকল্পনায় কৌশলগত স্তরে পরিকল্পনা আরও বিস্তৃত এবং আরও নমনীয়, যেখানে স্থানীয় পরিকল্পনা স্থানীয় স্তরে আরও সুনির্দিষ্ট, প্রাসঙ্গিক এবং বিস্তারিত হতে হবে। ১৯৯১ সালে ইউএনডিপি সহায়তায় রাজউক এবং সিডিএ মিলে তাদের নিজ নিজ শহরগুলির জন্য একটি নতুন নগর পরিকল্পনা প্রকল্প চালু করে যেখানে উপরোক্ত পরিকল্পনার ব্যবস্থাটি কিছুটা পরিবর্তিত আকারে গৃহীত হয়েছিল। ঢাকার জন্য একটি দ্বি-স্তরের পরিকল্পনা ব্যবস্থা-কাঠামো পরিকল্পনা এবং বিস্তারিত অঞ্চল পরিকল্পনা- প্রস্তাবিত হয়েছিল। প্রকল্পটি বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা তৈরি না করে হঠাৎ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে পরামর্শক মূল নগর অঞ্চলের অন্তর্বর্তীকালীন পরিকল্পনার ব্যবস্থার পরামর্শ দিয়ে নগর অঞ্চল পরিকল্পনা যাকে বলা হয় তাকে প্রস্তুত করেছিলো এবং বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর পরে, অন্যান্য সমস্ত শহর এবং শহরগুলি কিছুটা পরিবর্তিত আকারে উপরের পরিকল্পনা পদ্ধতি অনুসরণ করতে শুরু করে। বাংলাদেশের অন্যান্য শহর ও শহরগুলির দ্বারা গৃহীত নতুন নগর পরিকল্পনা ব্যবস্থাটি ছিল তিন স্তরের স্তরবিন্যাস-কাঠামো পরিকল্পনা, মহা পরিকল্পনা এবং বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা। নতুন সিস্টেমে, ব্রিটিশ স্টাইলের কাঠামো পরিকল্পনাটি আকারে অক্ষত রেখে স্থানীয় স্তরের পরিকল্পনার নামকরণ করা হয়েছিল বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা হিসাবে। তা ছাড়া, পূর্ববর্তী স্টাইল এবং ফর্মের সাথে পূর্ববর্তী মাস্টার প্ল্যান / ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনাটি কাঠামো পরিকল্পনা এবং বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনার মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণিবিন্যাস হিসাবে সন্নিবেশিত হয়েছিল। রাজউক এবং সিডিএ দ্বারা কাঠামো পরিকল্পনা, মাস্টার প্ল্যান এবং বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা ১৯৯১ সালে রাজউক এবং সিডিএ ইউএনডিপির প্রযুক্তিগত সহায়তায় তাদের পুরানো ও মেয়াদোত্তীর্ণ মাস্টার প্ল্যানগুলি প্রতিস্থাপনের জন্য একটি নতুন পরিকল্পনা প্রকল্প চালু করে। প্রকল্পটি কাঠামোগত পরিকল্পনা এবং বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা তৈরির লক্ষ্য করে। তবে ইউএনডিপি-র সন্ধানের অভাবের কারণে প্রকল্পটি ১৯৯৫সালের বাইরে যেতে পারেনি। প্রকল্পের স্তরক্রমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা তৈরি না করেই প্রকল্পটি বন্ধ করতে হয়েছিল। রাজউক ও সিডিএ-র বিশদ এরিয়া প্ল্যান ২০০৪ সালে রাজউক এবং সিডিএ ডিএমডিপির আওতাধীন তার পুরো এলাকার জন্য বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা প্রস্তুত করার প্রকল্প হাতে নিয়েছিল, যা দুই বছরের মধ্যে সম্পন্ন হবে। তবে দীর্ঘ বিলম্বের পরে প্রকল্পটি ২০০৯ সালে শেষ হয়েছে। সিডিএ একই বছর তার বিস্তারিত অঞ্চল পরিকল্পনাও সম্পন্ন করে।কেডিএ দ্বারা কাঠামো পরিকল্পনা, মাস্টার প্ল্যান এবং বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা ১৯৯৭ সালে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ) এর পুরানো ও মেয়াদোত্তীর্ণ মাস্টার প্ল্যান প্রতিস্থাপনের জন্য খুলনা শহরের জন্য স্ট্রাকচার প্ল্যান, মাস্টার প্ল্যান এবং বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা নামে একটি নতুন পরিকল্পনা প্রকল্প চালু করেছে। পরিকল্পনা প্রকল্পের তিনটি উপাদান-কাঠামো পরিকল্পনা ছিল। মাস্টার প্ল্যান এবং বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা। প্রকল্পটি কাঠামোগত পরিকল্পনা এবং সামগ্রিকভাবে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেছিল, তবে তিনটি নমুনায় বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছিল। তিনটি নমুনা বিশিষ্ট অঞ্চল পরিকল্পনা এগুলি পরে অন্য অঞ্চলে প্রতিলিপি তৈরি করতে প্রস্তুত করা হয়েছিল। আরডিডিএর নতুন স্টাইল প্ল্যানিং আরটিডিএ (আরডিএ) ২০০০ সালের প্রথম দিকে কেডিএর সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্ট্রাকচার প্ল্যান, মাস্টার প্ল্যান এবং খুলনা সিটির জন্য বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল , এটি অবশ্য টোআর বাইন্ডিংয়ের কারণে পুরো অঞ্চলটির জন্য বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। প্রকল্পটি ২০০৪ সালে শেষ হয়েছিল।কেডিএ দ্বারা চলমান পরিকল্পনা প্রকল্পের বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা ২০১০ সালে কেডিএ একটি ডিএপি প্রকল্প চালু করেছে, যা ২০১৩ সালে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। এই পরিকল্পনার প্রায় ১ ১.৫৯ বর্গকিলোমিটার (৪৪,৮৭২২.৭০ একর) পূর্ববর্তী মাস্টার প্ল্যানের ক্ষেত্রফল রয়েছে। এলজিইডি দ্বারা পৌরসভা পরিকল্পনা ২০০৭ সালে দুটি নগর পরিকল্পনা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ২০১২ সালে রাজউক ১৯৯৬ সালে প্রস্তুত কাঠামো প্রতিস্থাপনের জন্য একটি নতুন স্ট্রাকচার প্ল্যান তৈরির জন্য একটি নতুন পরিকল্পনার প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক অর্থায়নে প্রকল্পটি ২০১৪ সালের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।এছাড়াও আরও কিছু গৃহীত পরিকল্পনা নিম্নরূপ

- ❑ ১৯৭৯ সালে ইউএনডিপির অর্থায়নে ঢাকা ইন্টিগ্রেটেড প্ল্যান" নামে নতুন পরিকল্পনা তৈরি করা হয় কিন্তু সে পরিকল্পনা গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়নি
- ❑ ১৯৯৩-১৯৯৫ ঢাকা উন্নয়নের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।
- ❑ ১৯৯৭ সালে রাজউকের তত্ত্বাবধানে ২০ বছর মেয়াদী "ঢাকা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান" বা ডি এমডিপি অনুমোদন করা হয়
- ❑ ২০০০ সালে ডিএমডিপির তৃতীয় ধাপ হিসেবে বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ) এর কাজ শুরু হয়।
- ❑ ২০১০ খসড়া বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা তৈরি করা হয়
- ❑ ২০১৬-২০৩৫ ২০ বছর মেয়াদী বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ) প্রণয়ণ

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

পরিকল্পনাবিদ আতাহার আলী লিপু

ষাটের দশকের গোড়ার দিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক বিকাশের সাথে জড়িত দ্রুত নগরায়ণের পটভূমিতে অনুভূত হয়েছিল যে ভৌত পরিকল্পনার জন্য একটি আঞ্চলিক এবং কেন্দ্রীয় অফিস তৈরি করতে হবে। সেই প্রেক্ষিতে ১৯৬৫ সালের ১৭ই জুলাই এক সরকারী আদেশের মাধ্যমে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। জন্মলগ্ন থেকেই নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশের ছোট, বড়, মাঝারি শহর, নগর বন্দর ও শিল্প এলাকা সমূহের ল্যান্ড ইউজ/মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়নের মাধ্যমে শহর এলাকার ভুমির পরিকল্পিত ব্যবহারের দিক নির্দেশনা প্রদান করে আসছে যা অত্র এলাকা সমূহের জনসাধারনের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অবদান রাখছে। মার্শাল কমিটির রিপোর্ট ১৯৮৩ অনুসারে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যাবলী নিম্নরুপঃ

১. নগরায়ন, নগর এলাকার ভুমির সুষ্ঠু ব্যবহার ও ভূমি উন্নয়ন বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা।

২. দেশের ৪টি মেট্রোপলিটন সিটি যথাঃ- ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বাদে সকল নগর এলাকার মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন, নগর এলাকার অভ্যন্তরে এলাকাভিত্তিক বিস্তারিত ভূমি ব্যবহার নকশা ও অঞ্চলভিত্তিক প্ল্যান প্রণয়ন ও সমন্বয় সাধন করা।

৩. নগরায়ন প্রক্রিয়ায় আর্থ-সামাজিক বিষয়ে গবেষণা করা ও ভবিষ্যতে নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেশব্যাপী নগর উন্নয়ন সংক্রান্ত স্থান নির্ণয় করা।

৪. নগরায়ন কর্মসূচী প্রণয়ন করা এবং এই কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট সেক্টর এজেন্সীগুলোর উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের স্থান নির্ধারনে সহযোগীতা করা।

৫. মানব বসতি উন্নয়ন পরিকল্পনাকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর আন্তর্জাতিক কারিগরী সহযোগীতা বিষয়ক কর্মসূচী বাস্তবায়নে দেশের ফোকাল পয়েন্ট ও প্রতিরূপ সংস্থা হিসেবে কার্যাদি সম্পাদন করা।

৬. ভৌত পরিকল্পনা এবং নগরায়ন ও মানববসতি সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সেমিনার এবং ওয়ার্কশপের আয়োজন করা এবং নগরায়ন ও মানববসতি সংক্রান্ত গবেষণালব্ধ বিষয় সম্পর্কে প্রকাশনা বের করা।

৭. পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৮. নগর উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/ সংস্থাসমূহকে তাদের অনুরোধক্রমে পরামর্শ প্রদান করা। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ইউএন এজেন্সি এবং অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত বিশ্ব ব্যাংক, এডিবি, এবং আইডিবি সংস্থাগুলির সাথে যৌথ সমন্বয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

উল্লেখযোগ্য কিছু প্রকল্প নিম্নরুপঃ

❑ জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা প্রকল্প (১ম ধাপ) সহযোগিতায় ছিলো ইউএনডিপি ১৯৭৮-১৯৮২

❑ আরবান হাউজিং পলিসি এন্ড প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট (১ম ধাপ) ইউএনডিপির সহায়তায় ১৯৭৮-১৯৮১

❑ ন্যাশনাল ফিজিক্যাল প্ল্যানিং পলিসি (২য় ধাপ)সহায়তায় ছিলো ইউএনডিপি এবং ইউএনসিএইচএস ১৯৮৩-১৯৮৭

❑ আরবান হাউজিং পলিসি এন্ড প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট (২য় ধাপ) সহায়তায় ছিলো ইউএনডিপি এবং ইউএনসিএইচএস ১৯৮৪-১৯৮৬

❑ নগর অঞ্চল উন্নয়ন এবং পরিবেশ উন্নয়নের নকশার জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তায় ছিলো বিশ্ব ব্যাংক এবং আইডিএ

❑ হাউজিং সেক্টর ইনস্টিটিউশনাল ইসট্রেন্থিং প্রোজেক্ট সহায়তায় ছিলো এডিবি ১৯৯২-১৯৯৩

❑ আরবান এন্ড শেলটার সেক্টর রিভিউ ইউএনডিপি, ইউনিসেফ অ্যান্ড ইউএনসিএইচএস ১৯৯২-১৯৯৩

❑ একটি প্রকল্প শিরোনাম পাকিস্তান: পূর্ব পাকিস্তানের নগরগুলির অবস্থান ও পরিকল্পনা "যা ১৯৬০ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল এবং ১৯৬০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে কার্যকর করা হয়েছিল

বাংলাদেশ ভৌত পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় ইউএনডিপি, ইউএনএইচএস এবং ইউডিডি যৌথভাবে বেশ কয়েকটি গবেষণা চালিয়েছিল। এই প্রতিবেদনের ফলে খসড়া "জাতীয় আবাসন নীতি ২০১০" এবং "নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবস্থাপনার আইন ২০১১" এর খসড়া বর্তমান সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় অধ্যয়ন করেছে।

সাম্প্রতিক অতীতের ক্রিয়াকলাপ

সাম্প্রতিক অতীতে, ইউডিডি নিম্নলিখিত ল্যান্ডউজ / মাস্টার প্ল্যানস এবং প্রতিবেদনগুলি সম্পন্ন করেছে

❑ ১৫ টা পৌরসভা/উপজেলা শহরের জন্য মাস্টার প্ল্যান/ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা তৈরি করে গোপালগঞ্জ, টুঙ্গীপাড়া, কোটালিপাড়া, গোদাগারি, কালারোয়া, পাথরঘাটা, হোমনা, শায়েস্তাগঞ্জ, পাকুয়া, মুন্সীগঞ্জ, জিয়ানগর, বাসুরহাট, ডুমকী, হাজীগঞ্জ,দাউদকান্দী।

❑ বাংলাদেশ ন্যাশনাল রিপোর্ট অন হিউমান সেটেলমেন্টস (হ্যাবিটাট-২)১৯৯৬

- বাংলাদেশ কান্ট্রি রিপোর্ট অন আরবান ইনডিকেটরস-২০০১
- বাংলাদেশ ন্যাশনাল রিপোর্টঃ প্রোগ্রাম অব ইমপ্লিমেন্টেশন অব থে হ্যাবিটাট এজেন্ডা (১৯৯৬-২০০১)
- সিলেট এবং বরিশাল বিভাগীয় শহরের জন্য স্ট্রাকচার প্ল্যান, মাস্টার প্ল্যান এবং ডিটেইল এরিয়া প্ল্যান প্রস্তুতকরণ (২০০৬-২০১০)
- কক্সবাজার শহর এবং সমুদ্র সৈকত থেকে টেকনাফ পর্যন্ত ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান প্রস্তুতকরণ

বর্তমান কার্যাবলি

- পটুয়াখালি জেলার গলাচিপা পৌরসভার মাস্টার প্ল্যান/ল্যান্ড ইউজ প্ল্যান প্রস্তুতকরণ
- বিপর্যয় পরিচালন কর্মসূচী এবং নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে সহযোগিতা নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর অধ্যয়নের প্রস্তাবসমূহ (এসপি) প্রস্তুত করার জন্য সক্রিয়ভাবে জড়িত এবং এরপরে অনুমোদনের জন্য বাংলাদেশের উপযুক্ত মন্ত্রণালয় গুলিতে জমা দেয় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রকল্প
- আবাসন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির মাননীয় সংসদ সদস্যদের সাতটি সাংবিধানিক ক্ষেত্রের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন
- মাদারীপুর ও রাউজাইর উপজেলার জন্য মাস্টার প্ল্যান এবং অ্যাকশন এরিয়া পরিকল্পনা প্রণয়ন
- রংপুর অঞ্চলের জন্য বিস্তৃত আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রকল্প
- কুয়াকাটা উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য পরিবেশ-পর্যটন বিকাশের পরিকল্পনা প্রণয়ন
- টুঙ্গিপাড়া, কুটালীপাড়া ও গোপালগঞ্জ উপজেলার আঞ্চলিক পরিকল্পনা, কাঠামো পরিকল্পনা, নগর অঞ্চল পরিকল্পনা এবং বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা প্রণয়ন
- উন্নয়ন করিডোরের পাশাপাশি ৫৬টি কৌশলগত উপজেলার জন্য কাঠামো পরিকল্পনা, মহা পরিকল্পনা এবং বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা প্রণয়ন
- হবিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ১৫ টি উপজেলায় কাঠামোগত পরিকল্পনা, নগর অঞ্চল পরিকল্পনা এবং স্থানীয় অঞ্চল পরিকল্পনা প্রণয়ন
- টাঙ্গাইল জেলার জন্য ১১ টি উপজেলার কাঠামো পরিকল্পনা, নগর অঞ্চল পরিকল্পনা এবং স্থানীয় অঞ্চল পরিকল্পনা প্রণয়ন
- ঢাকা-চিটাগাং উন্নয়ন করিডোর বরাবর ৫৬ টি উপজেলার জন্য কাঠামো পরিকল্পনা, মাস্টার পরিকল্পনা এবং স্থানীয় অঞ্চল পরিকল্পনা প্রণয়ন
- রাজশাহী অঞ্চলের জন্য বিস্তৃত আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন
- ১৪ জেলার জন্য কাঠামো পরিকল্পনা, নগর অঞ্চল পরিকল্পনা এবং একশন এরিয়া পরিকল্পনা প্রণয়ণ (কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, যশোর, ঝিনাইদহ, বগুড়া, পাবনা, কুষ্টিয়া, জয়পুরহাট এবং মৌলভিবাজার)
- বাংলাদেশের জন্য কৌশলগত সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন;ধারণামূলক পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রকল্প
- সিলেট অঞ্চলের জন্য বিস্তৃত আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন
- খুলনা অঞ্চলের জন্য বিস্তৃত আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন
- চট্টগ্রাম অঞ্চলের জন্য বিস্তৃত আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন
- বরিশাল অঞ্চলের জন্য বিস্তৃত আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন
- কুমিল্লা অঞ্চলের জন্য বিস্তৃত আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন
- ঢাকা অঞ্চলের (রাজউক এলাকা ব্যতীত) জন্য বিস্তৃত আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন
- দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জন্য বিস্তৃত আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন

এছাড়াও নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর গ্রামীণ শহর উন্নয়ন, উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাবের ফলে জনমানুষের জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়ন, পর্যাপ্ত অবকাঠামো,সুযোগ সুবিধাদি প্রদান এবং সম্পদের পর্যাপ্ত ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত নগরায়ন ও ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও আঞ্চলিক বৈষম্যতা, দারিদ্রতা বিমোচন ও সকল শ্রেণী পেশার মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গ বৈষম্যতা দূরীকরণে এবং সুশাসন তৈরি করতে সাহায্য করে।

মিডিয়া কাভারেজ

তারিখ	বিষয়	লিঙ্ক
০৬ জুন ২০২০	পরিকল্পনায় বাস্তুসংস্থান-জীববৈচিত্র্যে গুরুত্ব দিন	https://www.jagonews24.com
০৬ জুন ২০২০	প্রাকৃতিক বাস্তুসংস্থান এবং জীববৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন	http://www.voicebd24.com
০৭ জুন ২০২০	জীববৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়নের আহ্বান	http://www.jaijaidinbd.com
০৭ জুন ২০২০	পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বিআইপির সংলাপ প্রকৃতিকে গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়নের দাবি	https://www.kalerkantho.com
০৭ জুন ২০২০	টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করেই উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব	https://www.dailyjanakantha.com
১৩ জুন ২০২০	জনকল্যাণে স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা, আবাসন ও পরিবেশ খাতে বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন- বিআইপিতে বিশেষজ্ঞদের অভিমত	https://deshjanata.com
১৩ জুন ২০২০	শুধুমাত্র প্রবৃদ্ধি নির্ভর বাজেট জনকল্যাণ নিশ্চিত করে না	https://www.jagonews24.com
১৩ জুন ২০২০	সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বরাদ্দ এবং ব্যাপ্তি বাড়ানো প্রয়োজন: বিআইপি	http://www.voicebd24.com
১৩ জুন ২০২০	স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা, আবাসন ও পরিবেশ খাতে বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন: বিআইপি	https://www.deshrupantor.com/
১৩ জুন ২০২০	'Budget should focus on region-based allocation'	https://bangladeshpost.net
১৩ জুন ২০২০	স্বাস্থ্য খাত নিয়ে পরিলক্ষিত হয়নি নতুন ভাবনা	https://www.bd-pratidin.com
১৪ জুন ২০২০	বিআইপির সেমিনারে বক্তারা বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তায় বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন	https://samakal.com
২১ জুন ২০২০	১০ খালে 'কিছুই করেনি' ওয়াসা	https://www.prothomalo.com
জুন ২৪, ২০২০	সকল পেশাজীবীদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রদান করতে হবেঃ বি.আই.পি.	http://www.voicebd24.com
জুন ২৪, ২০২০	পেশাজীবীদের নিরাপত্তা প্রদানের আহ্বান বিআইপির	https://www.jagonews24.com
০৬ জুলাই ২০২০	স্বাস্থ্যবিধি উপেক্ষিত সড়কে যানজট	https://www.jugantor.com
জুলাই ১২, ২০২০	দেশের পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন: বিআইপি	http://www.voicebd24.com

জুলাই ১২, ২০২০	বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে সমগ্র বাংলাদেশের জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন আশু প্রয়োজনঃ বি.আই.পি.	http://voxbangla.com
২১ জুলাই ২০২০	বৃষ্টি হলেই ঢাকা ভাসে, সমাধানে কেবলই হাঁকডাক-টাকার শ্রাদ্ধ	https://www.prothomalo.com
২২ জুলাই ২০২০	ড্রেনেজ লাইন সচল করা জরুরি	https://www.jugantor.com
২২ জুলাই ২০২০	জলাবদ্ধতায় দীর্ঘ দুর্ভোগের আড়ালে	https://www.prothomalo.com
১৪ আগস্ট, ২০২০	প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পরিকল্পনাগত বিশ্লেষণের মাধ্যমেই চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা দূর করা সম্ভব : বি আই প্রির বিশেষজ্ঞরা	https://durbinnews24.com
১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০	সুষ্ঠু নজরদারির মাধ্যমেই নগর এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা এড়ানো সম্ভব- বি.আই.পি	https://mzamin.com
১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০	বিআইপি পরিকল্পনা সংলাপঃ নগরে অগ্নি ঝুঁকি ও নিরাপত্তা প্রথম আলো রিপোর্ট	prothomalo
১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০	টেকসই উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা ও সেবা সংস্থা সমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নগর এলাকায় অগ্নি ঝুঁকি কমানো সম্ভবঃ বি.আই.পি.	http://voxbangla.com
১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০	সেবা সংস্থাসমূহের জবাবদিহি নিশ্চিত করার মাধ্যমে নগর এলাকায় অগ্নি ঝুঁকি কমানো সম্ভবঃ বি.আই.পি	http://www.voicebd24.com
১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০	সদিচ্ছার সংকটে মিলছে না অগ্নিদুর্ঘটনার কার্যকরী সমাধান: বিআইপি	https://sarabangla.net
20-Sep-20	Fire Risks In-house safety first, state management later: speakers	https://www.thedailystar.net/city/news
১৩ অক্টোবর, ২০২০	আবাসনকে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সাধ্যের মধ্যে আনা জরুরি	https://www.jagonews24.com
১৩ অক্টোবর, ২০২০	সকলের জন্য আবাসন নিশ্চিতকরণে আবাসনকে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সাধ্যের মধ্যে আনা জরুরী	http://voxbangla.com
১৩ অক্টোবর, ২০২০	"বাড়ি নির্মাণে মোট ব্যয়ের ৬৩% যায় জমি কিনতেইঃবিআইপি'র আলোচনা"	prothomalo
১৩ অক্টোবর, ২০২০	Ensure housing for all: Speakers	http://unb.com.bd/category

১৩ অক্টোবর, ২০২০	Experts for implementation of National Housing Policy	https://today.thefinancialexpress.com.bd
১৬ অক্টোবর, ২০২০	ঢাকার যত পরিকল্পনা ৬০ বছরেও বাস্তবায়ন হয়নি	http://m.thesangbad.net/news/bangladesh
২০ অক্টোবর, ২০২০	উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনঘনত্বকে গুরুত্ব না দিলে পূর্বাচল ও অবাসযোগ্য হবেঃ বি আই পি	http://jjdin24news.com
২০ অক্টোবর, ২০২০	ঢাকা শহরের উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন বিআইপির	https://www.dhakatimes24.com
২১ অক্টোবর, ২০২০	থাকার কথা ১২০ জন, থাকেন ৩৯১ জন	প্রথম আলো
২১ অক্টোবর, ২০২০	বিশ্বে এক একর জায়গার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মানুষের বসবাস ঢাকার লালবাগে	https://www.bd-pratidin.com
০২ নভেম্বর, ২০২০	"মানুষ বেশি, সেবায় ঘাটতিঃ বিআইপি'র ভার্চ্যুয়াল আলোচনা"	প্রথম আলো
০২ নভেম্বর, ২০২০	ঢাকার বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা নিয়ে পর্যালোচনা	https://www.jagonews24.com
০২ নভেম্বর, ২০২০	ঢাকা বাঁচাতে অন্য শহরকে বেছে নিতে বললেন মেয়র আতিক	https://www.rtvonline.com
০২ নভেম্বর, ২০২০	পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ঢাকায় জনঘনত্ব কমানোর তাগিদ	https://www.jaijaidinbd.com
০২ নভেম্বর, ২০২০	ঢাকা বাঁচাতে অন্য শহরকে বেছে নিতে বললেন মেয়র আতিক	https://www.rtvonline.com
০২ নভেম্বর, ২০২০	ঢাকা শহরকে বাঁচাতে হলে জাতীয় পরিকল্পনা করতে হবে: মেয়র আতিক	https://durbinnews24.com
০৩ নভেম্বর, ২০২০	ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় বক্তারা ১৯৫৩ সালের আইন দিয়ে ঢাকার উন্নয়ন সম্ভব না	https://bonikbarta.net
০৩ নভেম্বর, ২০২০	ঢাকাকে বাসযোগ্য করতে ১২ শতাংশ জলাধার প্রয়োজন	https://www.dailynayadiganta.com
০৩ নভেম্বর, ২০২০	পর্যালোচনা সভায় বক্তারা পরিকল্পিত ও নাগরিকবান্ধব ড্যাপ প্রণয়ন করতে হবে	https://samakal.com
০৮ নভেম্বর ২০২০	অপরিকল্পিত নগরায়নে স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে	দৈনিক প্রথম আলো
০৮ নভেম্বর ২০২০	বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস আজ	https://www.jaijaidinbd.com
০৮ নভেম্বর ২০২০	আজ বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস মেগা সিটি হলেও উন্নয়নের দিক থেকে ঢাকা পিছিয়ে	https://www.dailynayadiganta.com
০৮ নভেম্বর ২০২০	বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে শহর, বাড়ছে সংক্রামক ব্যাধি: বিআইপি	https://m.bdnews24.com

২ ডিসেম্বর , ২০২০	খসড়া ড্যাপ পরিমার্জন করে বাসযোগ্য ঢাকা গড়া সম্ভবঃ বি.আই.পি.	https://thebangladeshbeyond.com
২ ডিসেম্বর , ২০২০	খসড়া ড্যাপ পরিমার্জন করে বাসযোগ্য ঢাকা গড়া সম্ভবঃ বি.আই.পি.	http://www.voicebd24.com
২ ডিসেম্বর , ২০২০	জনঘনত্ব বিবেচনায় ভবনের উচ্চতা ও ফ্লোরের অনুপাত নির্ধারণের তাগিদ"	https://m.somoynews.tv/pages/details/250136
০৩ ডিসেম্বর ২০২০	জনঘনত্ব কমানোয় জোর নতুন ড্যাপে	https://www.protidinersangbad.com
০৩ ডিসেম্বর ২০২০	Building heights: Is the cap rational?	https://tbsnews.net
০৩ ডিসেম্বর ২০২০	Dhaka can still be made liveable: BIP	https://tbsnews.net/.../dhaka-can-still-be-made-liveable...
০৩ ডিসেম্বর ২০২০	'Govt agencies must coordinate to properly implement DAP'	https://www.dhakatribune.com/.../govt-agencies-must...
০৩ ডিসেম্বর ২০২০	Planners for more specific DAP, no loopholes letting illegal structure	https://www.newagebd.net/print/article/123260
০৩ ডিসেম্বর ২০২০	বর্তমান সাংগাঠনিক কাঠামো ও জনবল দিয়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়	https://youtu.be/vhT3UPoVuHg
০৩ ডিসেম্বর ২০২০	বিআইপির সংবাদ সম্মেলন খসড়া ড্যাপ যুগোপযোগী করতে ১১ সংস্কার প্রস্তাব	https://www.jugantor.com
০৩ ডিসেম্বর ২০২০	সংবাদ সম্মেলনে বিআইপি খসড়া ড্যাপ পরিমার্জন করে বাসযোগ্য ঢাকা গড়া সম্ভব	https://bonikbarta.net
০৩ ডিসেম্বর ২০২০	কিছু কৌশলের সংশোধন চাইঃবিআইপির সংবাদ সম্মেলন;	প্রথম আলো প্রতিবেদন
০৪ ডিসেম্বর ২০২০	Building Construction Rules 2008 Floor area ratio too high for city, say experts	https://today.thefinancialexpress.com.bd
০৪ ডিসেম্বর ২০২০	ড্যাপ প্রসংগঃ পরিকল্পিত শহরের জন্য প্রয়োজন পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়ন	https://youtu.be/qxMAXfw-jFg
১৬ ডিসেম্বর , ২০২০	DAP to be finalised on opinions from city corpns: Tazul	https://today.thefinancialexpress.com.bd
১৯ ডিসেম্বর , ২০২০	পরিকল্পিত শহর গড়তে নাগরিকদের সম্পৃক্ততা প্রয়োজনঃ নগর পরিকল্পনাবিদদের অভিমত	http://voxbangla.com
১৯ ডিসেম্বর , ২০২০	বিআইপির পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পরিকল্পনাবিদরা পরিকল্পিত শহর গড়তে নাগরিকদের সম্পৃক্ত করতে হবে	https://www.jugantor.com
১৯ ডিসেম্বর , ২০২০	পরিকল্পিত শহর গড়তে নাগরিকদের সম্পৃক্ত করা প্রয়োজনঃ পরিকল্পনাবিদদের অভিমত	https://thebangladeshbeyond.com

বি.আই.পি.
নিউজলেটার

প্ল্যানার্স টাওয়ার (লেভেল-৭)
১৩/এ বীর উত্তম সি আর দত্ত (সোনারগাঁও) রোড
বাংলামটর, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

জিপিও বক্সঃ ৩৭৯৩
ফোনঃ +৮৮০ ২ ৯৬৬৭৬৫৩, ৯৬৬৫২২৩
মোবাইলঃ +৮৮০ ১৮৬২ ২৬৭৬২৪
ফ্যাক্সঃ +৮৮০ ২ ৯৬৬৫২২৩
ই-মেইলঃ bipinfo@bip.org.bd
ওয়েবঃ www.bip.org.bd
সেসাইটি নিবন্ধন নংঃ S-542(13)75
facebook.com/bipinfo

মুদ্রণঃ স্কাইলার্ক প্রিন্টার্স, ঢাকা
ফোনঃ ০২ ৯৬৬৯০৯২, ০১৭০৭২৮২৩৯৫

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)